প্রকাশক
ডাঃ শ্রীপতীশ দেব
কাশিমপুর
২৪ পরগণা

মুদ্রক
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল
নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড
পাবলিশিং কোং, লিঃ।
৪১এ, বলদেও পাড়া রোড,
কলিকাতা-৬।

প্রচ্ছদপট
শ্রীশংকরকুমার ঘোষ।

ব্লক
সিটি আর্ট প্রডাক্সন।

প্রাপ্তিস্থান—
এইচ চ্যাটার্জী
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট.
কলিকাতা।

ভারত বুক এজেন্সী
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্টিট্,
কলিকাতা।

উপহার।
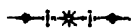
"যে আমারে দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়—

ভাল মন্দ মিলায়ে সকলি"

সেই সদৈবানুমত সুহৃদ—**শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল মহাশয়ের**

শ্রীকরকমলে—

গ্রন্থকার।

নিবেদন

ছেলেবেলা থেকে কবিতা লেখার প্রতি একটা সহজ আসক্তি বোধ করে আসছি। এ বয়সেও সে আসক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নি। একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনী কান্ত দাস মহাশয় বলেছিলেন যে,—'আপনি কবিতা লিখবেন না বললেই বুঝি ভেবেছেন কবিতা আপনাকে নিষ্কৃতি দেবে?'—কথাটা দেখছি বর্ণে বর্ণে সত্য।

দুঃখ দুর্দ্দশায়, ঝড় ঝঞ্ঝায় কত বিনিদ্র রজনী যখন দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়েছে তখন দেখেছি একটা অনিবার্য্য অন্ধ আবেগের মত এগুলো অবচেতন মনের উপর ক্রিয়া করে চলেছে এবং এগুলিই তখন দিয়েছে আমাকে সকল চিন্তা থেকে মুক্তি।

কিন্তু তাই বলে এগুলোকে ছাপিয়ে কবি রূপে আমাকে যে আত্ম-প্রকাশ করতে হবে এমন কল্পনা স্বপ্নেও করি নি। কারণ এ বাজারে কবিতার বই ছাপানোর মত মহার্ঘ্য বিলাসিতা আমার ন্যায় দরিদ্র শিক্ষাব্রতীর পক্ষে অসাধ্য, বিশেষ করে বিদগ্ধ মনের রসবোধকে উদ্বুদ্ধ করার মত এগুলোতে কোন কিছু আছে কিনা—সেও এক চিন্তার বিষয়। তাই এগুলো কৃপণের সঞ্চয়ের মত—আমার ভাঙা টিনের বাক্সে একান্তে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল।

কিন্তু বন্ধুবর শ্রীযুত কাশীনাথ মণ্ডল মহাশয় সে সাধে বাদ সাধলেন। তিনিই এগুলির একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম পাঠক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর সেই অদ্বিতীয়তা বেশীদিন বজায় রাখতে পারলেন না। অকৃত্রিম বন্ধু প্রীতির জোয়ারের বেগে তিনি কবিতাগুলোকে আমার ভাঙা টিনের গুহা থেকে উদ্ধার করে জন-সমুদ্রের অভিমুখে এগুলোকে ভাসিয়ে দেবার উৎসাহে মেতে উঠলেন।

সুহৃদ্বর ডাঃ শ্রীপতীশ দেব মহাশয়ও স্বেচ্ছায় এগুলোকে পুস্তককারে প্রকাশ করার সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে কাশীনাথ বাবুর ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করলেন।

এই দুইজন অকৃত্রিম হিতৈষী পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে যে নিঃস্বার্থ বন্ধু-প্রীতির পরিচয় দিলেন তা সত্যই দুর্লভ। মামুলী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা তাঁদের এ ঋণ পরিশোধের চেষ্টা অনুচিত বলেই তা থেকে ক্ষান্ত হ'লাম।

কবিতাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় লেখা। সুতরাং সমগ্র লেখার মধ্যে খুব একটা ভাব সঙ্গতি বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তবে যতটা পেরেছি ভাব-সাম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতাগুলো সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা পেয়েছি। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনী কান্ত দাস মহাশয় এবং কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মহাশয় কতিপয় কবিতার শোধন-মার্জ্জন বিষয়ে বাচনিক আদেশ উপদেশ দিয়ে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন!

পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান দুলালচন্দ্র বসু ও শ্রীমান গৌরহরি হালদার পুস্তক প্রকাশ ব্যাপারে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করে এবং শ্রীমান শংকরকুমার ঘোষ প্রচ্ছদ পট এঁকে দিয়ে আমার প্রতি তাদের যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। ভগবৎ সমীপে এদের সকলের দীর্ঘজীবন এবং কল্যাণ কামনা করি।

পরিশেষে মহাকবির কথায় বলি যে,—'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং সাধু ন মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্' ;—কবিতাগুলির মধ্যে সুধী পাঠকবর্গ যদি চিত্ত পরিতোষের কিছু খুঁজে পান তা হ'লে সাধনা সার্থক মনে করব। নিবেদন ইতি—

পদ্মপুকুর,
২৪ পরগণা,
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা
১৩৬২।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

সূচিপত্র

আরতি

চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রাণ পদ্ম দলে
রাখি রাঙা পা দুখানি মনো-কুতূহলে
নিখিল সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী—অয়ি জ্যোতিষ্মতী
কে তুমি বসিয়া দেবি,—অচিন্ত্য মূরতি
ধ্যানের অতীত রূপা,—তব অঙ্গ হ'তে
জ্যোতির অনন্ত ধারা—বাধাহীন স্রোতে
উৎসরি উঠিয়া নিত্য—কিরণের জালে
প্লাবিত করিছে বিশ্ব,—শশী সূর্য্য ভালে
আঁকিছে জ্যোতির টিপ,—নীলাম্বর তলে
গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্কের—আলোর কমলে
থরে থরে ভরাইছে,—
আঁখির আভায়
মহাসিন্ধু জেগে উঠি—অন্ধ বেগে ধায়
মেলিয়া সহস্র বাহু,— তরঙ্গের দল
উদগ্র স্পর্শিতে তব চরণের তল।

তব রূপাহত চিত্ত অনন্ত গগন
নিমীলিত নেত্রে সদা রয়েছে মগন
মহাধ্যান সমাহিত। নিতি নিতি ধরা
সাজায়ে দিতেছে তব পূজার পসরা

বসন্ত সঁপিছে পদে প্রসূনের রাজি
শরৎ সাজায়ে আনে শেফালির সাজি
সিন্ধু কন্যা শ্যামাঙ্গিনী বরষা সুন্দরী
সুশোভন কক্ষতটে স্বর্ণ কুম্ভ ভরি
ছিটাইছে সুপবিত্র সপ্ত তীর্থ জল
বিশ্বের বাসনা ধৌত শ্বেত শতদল
অজস্র ফুটিয়া তব চরণের কূলে
মানসের রাজ হংস তব বেদী মূলে
শুভ্র পক্ষ বিস্তারিয়া নীরব শয়নে
বাঁকায়ে মৃণাল গ্রীবা অবোধ নয়নে
মুখ পানে চেয়ে আছে।—

মুগ্ধ তন্দ্রাহত

মহাবিশ্ব রাগিনীর ছন্দ গুলি যত
অবলুপ্ত, তব করধৃত বীণা মাঝে
সপ্ত স্বর সুপ্তি মগ্ন নীরবে বিরাজে।

অনাদি কবির তুমি ধ্যানের মূরতি
ব্রহ্মানন্দ রসময়ী শুক্লা সরস্বতী
তুমি বিশ্ব মহালক্ষ্মী কেশব বাসনা
বিষ্ণুবক্ষো-বিহারিনী নিত্য পদ্মাসনা,
অনন্ত যৌবনা তুমি ত্রিদিবের শচী—
তব কণ্ঠে পারিজাত মাল্য খানি রচি
মহেন্দ্র পরায় নিত্য।

অনঙ্গ রঙ্গিনী
তুমি অতনুর নিত্য লীলার সঙ্গিনী।
কটাক্ষ ছটায় তব ছুটে পঞ্চশর
উন্মাদ আবেগে বিশ্ব হিয়া থর থর
মন্মথ সন্তাপে কাঁপে।
সৃষ্টির আনন্দে
দোলে মহী—দোলে ব্যোম মহা নৃত্যছন্দে।

তুমি সর্ব্ব ভাবময়ী—ভাবুক ভাবনা
যোগীজন ধ্যেয় মূর্ত্তি—সাধক সাধনা
সুর নর মুনিগণ মানস বাঞ্ছিতা
ভোগী জন বিলাসিনী—ত্যাগীর ও কাঙ্খিতা
কামীর কামনা তুমি—অনলের শিখা—
প্রেমিকের প্রেম জ্যোতি।
তব ভালে লিখা
ভৈরবীর ত্যাগ লিপি।—বিদ্যুৎ অঞ্চলা
কবির কল্পনা তুমি আনন্দ চঞ্চলা।

সর্ব্বরূপ স্বরূপিণি! — তোমার উৎসবে
সপ্ত লোক মাতিয়াছে মহা কলরবে
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা বিরাম বিহীন
তোমার আরতি করে—নিত্য নিশি দিন
মহাকাল—জ্যোতিষ্কের দীপ গুলি জ্বালি

যতনে সজ্জিত করি গগনের থালি
মহা আরতিতে মগ্ন। — হাজার তারায়
উজ্জলিত পাদ পীঠ—আলোর ধারায়।
তব আরত্রিক বাদ্য—বিশ্ব ব্যোম জুড়ে
বাজিয়া চলেছে নিত্য অনাহত সুরে।

নিখিলের কবিচিত কমল বাসিনী
রসময়ী বাণী রূপা—তুমি সুহাসিনী
মোহিনী বীণার ছন্দে আনন্দ ভারতী
রসের আবেশে নিত্য করিছে আরতি
কবিকুল ; —কল্পনার মণিদীপ জ্বালি
সাজাইছে কি শোভন আলোর দীপালি
তব রাঙা পাদ মূলে,—

তারই এক পাশে

সরম শঙ্কিত বুকে সঘন নিশ্বাসে
মাটির প্রদীপ খানি তব আরতির
নীরবে ধরিয়া দিনু লাজে নত শির
তার সাথে সসঙ্কোচে—আমি রাখিলাম
সর্ব্বচিত্ত নিঙাড়িয়া—একটি প্রণাম।

দৃষ্টিপাত

আপনার খেলা নিয়ে—ছোট এক পরিচিত ঘরে
একাকী আছিনু মগ্ন। আপনার জন্ম গুহা পরে
পর্ব্বত নিবাসী এক অতি ক্ষুদ্র নির্ঝরের মত
অস্ফূট বাসনা বহি তন্দ্রালস মুগ্ধ স্বপ্নাহত
আপন বক্ষের মাঝে—।
কবে তুমি হে চির সুন্দরী
নব বধুবেশে আসি অনুরাগ রাঙা চেলি পরি
সলাজ কুণ্ঠিত পদে,—কি শুভ লগনে অকস্মাৎ
ব্রীড়া নম্র অনুরাগে—প্রথম করিলে দৃষ্টিপাত
এ দুটি আঁখির পরে।
— তুচ্ছ যত হেলা খেলা ভুলি
কি নব রভস ভরে প্রাণ কেন্দ্র আকুলি বিকুলি
চন্দ্রকর লেখা পাতে স্বপ্ন ভাঙা নির্ঝরের সম
জোয়ারের বেগে জাগি—উচ্ছ্বসি উঠিল হিয়া মম।
শোণিতে লাগিল দোলা—খুলে গেল পাষাণ আগল
ছুটিনু বাহির বিশ্বে—কি জানি কি তিয়াসে পাগল
নয়নে ঘনাল ঘোর,—মুগ্ধ আমি সেই দিন হ'তে
উদাসী ক্ষ্যাপার মত ঘুরিতেছি সংসারের পথে
দিশি দিশি অন্বেষিয়া—নিশিদিন—সে দিঠি করুণ

মায়ার অঞ্জন মাখা স্নিগ্ধ—অনুরাগ নবারুণ।
কভু দেখি দৃষ্টি তব—কিসলয়ে বটের শাখায়
নব চিকণতা দেছে—ভ্রমরের পাখায় পাখায়
সোহাগে মাখায়ে গেছে গতিবেগ মধু লোভাতুর ;
শতদল মধুপর্ণা গন্ধামোদে হয়েছে বিধুর
অলির মিলন লোভে।

— সেই তব শুভ দৃষ্টি লাগি
উন্মাদ অশোক তরু রক্ত রাগে উঠিয়াছে জাগি,
পত্রপুট ওষ্ঠ দিয়া—কি উদগ্র অনুরাগ ভরে
উন্মুখী সরমারুণা লবঙ্গ লতিকা পুষ্পাধরে
আদরে আঁকিছে চুমা।

— কদম্ব সে উঠিছে শিহরি
রাঙিছে কিংশুক সুখে; —কামিনীর বক্ষে মরি মরি
যৌবনের শুভ্র স্বপ্ন প্রস্ফুটিয়া উঠিতেছে থরে
হর্ষ রোমাঞ্চিত কায়া—কণ্টকিছে কেতকী আদরে।

কভু সে উদার তব—দৃষ্টি খানি স্নিগ্ধ নিরমল
প্রশান্ত শান্তির মত—পরিব্যাপ্ত নীল নভোতল
সুনিবিড় স্বচ্ছতায়।

কভু দিবা শেষে ধরিত্রীরে—
গৈরিকের উত্তরীয়—ক্ষৌমবাসে রাখিয়াছে ঘিরে
যোগাসনে ধ্যান মগ্না। উন্নত শিখর হিমাদ্রির
তুষার স্ফটিক চূড়ে—বর্ষি স্বর্ণ কিরণের তীর

রঞ্জিছে বিচিত্র রাগে,—সম্রাটের দীপ্ত মহিমায়
আপন অচলাসনে।
— আষাঢ়ের আকাশ সীমায়
বারি গর্ভ ভারাতুর—ঘনকৃষ্ণ মেঘ মসী চিরে
কভু সে কটাক্ষ ছটা—সমৃদ্ধ করিছে বনানীরে
বিদ্যুতের শিহরণে,—ঝলকিছে উজলতা দানি
ভীমকান্ত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন রুদ্র বুকখানি।

এইরূপে নদী, গিরি, মহারণ্যে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে
অন্তরীক্ষে, দিকে দিকে—সুবিপুল সর্ব্ব চরাচরে
পশ্চাতে, ডাহিনে, বামে,— নিরালায়, আড়ালে, সম্মুখে
অকারণ ভুল ক'রে চেয়ে থাকা শত শত মুখে
হেরি সেই দৃষ্টিপাত—
উন্মনার সেই মনোহরা
সেই শুভলগনের—সেই নব উন্মাদনা ভরা
সে মোরে ভুলাল কাজ,—কি কুহক মোহ মন্ত্র দিয়া
নিতি নব রহস্যোতে মাতাইছে নাচাইছে হিয়া
কিছুনা বুঝিতে পারি; —
ওগো মোহময়ী যাদুকরী
আনমনে ভুল করি ভুলে থাকি দিবস শর্ব্বরী
বহে যায় যত কাজ—ঘটে শত বিচ্যুতি ও ত্রুটি
কর্ত্তব্য দুয়ারে আসি—
রক্ত নেত্রে দেখায় ভ্রূকুটি

বন্ধুগণ পাড়ে গালি—

শত্রু সব মনে মনে হাসে

গুরুজন ব্যস্ত চিতে—

ভৎ´সনা করিয়া মোরে শাসে

স্তব্ধ নিরুত্তর ছবি—

মুখে মোর নাহি সরে বাণী

কোথায় ডুবেছে মন—

মনে মনে আমি শুধু জানি

আর তুমি,—তুমি শুধু—

হে সুন্দরি, জান সেই কথা

সারাক্ষণে সঙ্গোপনে—

চোখে চোখে কি কহ বারতা

হে মোর রহস্যময়ি—বল আর বল কতকাল

ভারাতুর দৃষ্টি দিয়ে এইরূপে জড়ের জঞ্জাল

আমারে ঠেলিতে হবে—

হবে নাকি এর অবসান

এ দৃশ্যের পর পারে আর কোন ছবি সু মহান

সুচিত্রিত চিত্রপট, রস ঘন তুলি দিয়া আঁকা

ওই তব দৃষ্টিপাতে আরও গূঢ় রহস্যেতে ঢাকা

কবে বা ধরিবে মেলি নয়নের সম্মুখে আমার

হে মোর সাধনা লক্ষ্মী—

বল মোরে বল একবার।

একটি চুম্বন

নিঝুম নিশুতি রাতে একলাটি বিছানাতে
শুয়েছিনু ঘুমে অচেতন
কি জানি কখন তুমি রাঙিয়া মনের ভূমি
এঁকে গেলে একটি চুম্বন।
গোলাপী কপোল খানি অধরের কাছে আনি
করুণায় করালে পরশ
টুটে গেল ঘুম ঘোর সারা তনু চিতে মোর
কেঁপে ওঠে কি নব হরষ।
শিথিল অলকে তব কি সৌরভ ছিল নব
সারা প্রাণ আবেশে বিহ্বল
মৃদুল পরশে তার অতি উগ্র মদিরার
মন মোর নেশাতে পাগল।
অধরে কি ছিল আহা সুধা কি গরল তাহা
না পারি করিতে নিরুপণ
চমকি চাহিয়া দেখি সারাটি জীবনে একি
ব্যেপে আছে একটি চুম্বন।
ডুবে গেছে চরাচর, ডুবেছে বাহির, ঘর
ডুবে গেছে যত অনুভব
ডুবিয়া গিয়াছে যত কামনা বাসনা শত
দেওয়া, নেওয়া, লাভ ক্ষতি সব।

ভুলেছি আপন পর, কেবা আমি কোথা ঘর
কি কাজ জীবনে—গেছি ভুলে
নব আস্বাদিত মধু একটি চুম্বন শুধু—
তুলিতেছে মানসের কূলে।
একটি অখণ্ড মধু জাগিয়া রয়েছে শুধু
হৃদি রক্ত শতদল মাঝে
যেন শত জনমের মধুর স্মৃতির জের
মুক্তা মালা সম গাঁথা আছে।

যেন শুধু চেয়ে থাকা অকারণ ভাল লাগা
যেন কিছু বুঝি, নাহি বুঝি
মুগ্ধ স্বপ্নাহত হিয়া সমগ্র বাসনা দিয়া
যেন ইহা বেড়াইত খুঁজি।

আজি আঁখি অনিমিখ চেয়ে দেখি দশদিক
হ'য়ে গেছে আনন্দে মগন
আজি দেখি ধরণীর ছাপায়ে সকল তীর
প্রবাহিছে একটি চুম্বন।
সে খর চুম্বন বেগে তটিনী উঠিছে জেগে
কূলে কূলে যেতেছে ছাপিয়া
তরঙ্গ অধর দিয়া তীরে তীরে পরশিয়া
ফুলে ফুলে যেতেছে প্লাবিয়া
কাননে প্রান্তরে বনে মাধবীর কুঞ্জ কোণে,
আরও যেন গাঢ় শ্যামলতা

মদির জোছনা রাতে বেড়েছে চুম্বন ঘাতে
অনুরাগ গূঢ় নিবিড়তা।
চূত মঞ্জরীর ভারে আনমিত সহকারে
বসন্তের আশীর্ব্বাদ সম
মধুর মদির গন্ধ ঢেলেছে সৌরভানন্দ
চুম্বন মাধুরী নিরুপম।
দখিণের সমীরণে কি যে কহে সঙ্গোপনে
বুঝি যেন--অর্থ নাহি জানি,
গগন বঁধুর রূপে কাণে কাণে চুপে চুপে
ধরণীরে কি কহিছে বাণী।
বুঝাতে পারিনা হেন কি নব আবেশে যেন
তৃণ গুলি উঠিছে কাঁপিয়া

কি মধুর অর্থ ভরে পিউ, পিউ, কুহু স্বরে
গাহিতেছে কোকিল পাপিয়া।
ফোটে ফুল গাহে পাখী, কাঁপে লতা, দোলে শাখী
অনুরাগে রাগে উপবন
চরাচর দুলাতেছে কি আবেগে ফুলাতেছে
নিশীথের একটি চুম্বন।
সেই সে চুম্বন ঘাতে আমার জীবন পাতে
জেগে ওঠে প্রথম প্রভাত
ধরণীর অসীমতা নিখিলের ব্যাকুলতা
অনাদি আনন্দ দৃষ্টিপাত।

অনাদি কবির দৃষ্টি আদি কবিতার সৃষ্টি
জেগে ওঠে ঘন রসানন্দ
বাজে মহা ভুবনের বাজে মহা জীবনের
বাজে মহা মরণের ছন্দ।
জাগে চিত অচেতন জাগে জড় সচেতন
জাগে ঘুম জাগে জাগরণ
সসীম হৃদয়টিরে অসীমে জাগায় ধীরে
নিশীথের সে নব চুম্বন।

প্রেমময়ী

সারা দিবসের ক্লান্তিতে ভরা
এদেহ যখন ধীরে
অবসাদ ভরে লুটাইয়া পড়ে
আঁধার সাগর তীরে

বেদনা বিকল হৃদয় যখন
যেন কোন কিছু করে অন্বেষণ
পরম শান্তি ভরা কোন ধন
লভিতে ব্যাকুল হই,

সেই অবসাদ আকুল লগনে
তোমার মূরতি গোপনে গোপনে
বিকশিয়া ওঠে মানস নয়নে
ওগো মোর প্রেমময়ি !

আমি যাহা চাই
সেইরূপ তব
হৃদি রসায়ন
অতি অভিনব
আমি যাহা খুঁজি
সে প্রেম তোমার
নয়ন দুটিতে ভরা

ঢল ঢল ঢল শ্রী অঙ্গ লাবণি
অমিয় ঝরিয়া তিতিছে অবনী
অধরে মধুর মৃদু হাসি টুকু
সকল শ্রান্তি হরা।

কে তুমি—

তোমারে চিনি যেন চিনি
মনে হয় যেন ঐ রিনি ঝিনি
চরণ নুপুর কোথা শুনিয়াছি
ফেলে আসা কোন পারে

স্বপনে স্বপনে যেন কত বার
শুনেছিনু তব বীণা ঝঙ্কার
আনমনে বসি ভুলে যাওয়া কোন
দূর্ বনানীর ধারে।

মনে পড়ে কোন মানসের তটে
অতি কাছাকাছি দুজনে নিকটে
তোমাতে আমাতে ছিলাম বসিয়া
সে কোন বকুল ছায়

চঞ্চল বায়ু নিয়া জোরে টানি
রঙীন তোমার উত্তরী খানি
কিসের খেয়ালে কেন যে না জানি
বুলাল আমার গায়।

সে পরশ টুকু ধমনী বাহিয়া
জনমে জনমে আসিছে ধাইয়া
যুগে যুগে প্রাণ উঠিছে গাহিয়া
সেই আগমনী গান
সেই ক্ষণেকের সেইত অশেষ
না চাহিতে পাওয়া পরশের লেশ
চকিত মিলনে সে নব আবেশ
ভরিয়া রয়েছে প্রাণ।

তুমি কিগো মোর সেই ভুলে যাওয়া
তুমি কি গো সেই
না চাহিতে পাওয়া
তুমি কিগো মন স্বপন লোকের
প্রেমময়ী অভিসারিণী
চির তৃষাতুর হৃদয়ের দ্বারে
এমনি করিয়া বুঝি বারে বারে
বেদনা লগনে তোমার উদয়
হে মোর গোপন চারিণী!

কাজে ও অকাজে আলোকে আঁধারে
মিছামিছি ঘুরে মরি বারে বারে
আশা নিরাশায় প্রাণের কুসুম
নিত্য হইছে ম্লান।

তুমি পুনঃ তারে হে রহস্য ময়ী,
প্রেমের বাণীটি কাণে কাণে কহি
নিতি নিতি নব অস্থ প্রেরণায়
ভরিয়া তুলিছ প্রাণ।

নয়নে জাগায়ে ও রূপের ছায়া
মেলিয়া তোমার অভিনব মায়া
দুলায়ে আঁচল ভুলায়ে বেদন
শীতল করিছ মোর।

ফুটায়ে করুণ নয়নের আলো
টুটায়ে সকল দহনের কালো
বাসনা তাপিত মলিন মনের
হরিছ তিমির ঘোর।

এমনি করিয়া জনমে জনমে
তুমি সাথে আছ ওগো মনোরমে
তাইত সকল রিক্ততা মোর
সফল হইয়া ওঠে।

ব্যথা বেদনার যত কাদা ধূলি
সারা জীবনের জঞ্জাল গুলি
তোমার আঁখির কিরণ রেখাতে
কমল হইয়া ফোটে।

কল্প লক্ষ্মী

ওগো সুন্দরি !

তব সুন্দর তর কমনীয়
লাবণি লতিকা রমণীয়
দীপ্ত করেছে
জীবন আমার সারা

রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত পড়েছে
তিমির তোরণ আলোকে ভ'রেছে
বদ্ধ বন্দীর শিকল নড়েছে
মুক্ত হয়েছে কারা।

ওগো বদন কমল গুণ্ঠিতা
বসনাঞ্চল লুণ্ঠিতা
মৌনা কেন গো কুণ্ঠিতা
বারেক চাহ অপাঙ্গে

তব কণ্ঠ কোকিলা জিনিয়া
নুপুরে নিখিল অমিয়া
রেখেছ মধুপে বাঁধিয়া—গো
মোহন ভুরু ভঙ্গে।

আজি উন্মুখ মোর সারা প্রাণ মন
নয়নে নয়নে চাহে আলাপন
বাসনার বাসে বিশদ বসনা
এস গো মঞ্জু হাসিনী

রূপের আলোকে পুলক ক্ষরিয়া
সকল ভুবন চকিত করিয়া
সকল রাগিণী বীণাতে ভরিয়া
এস কল কল ভাষিণী।

এস মৃদু নাড়ি কিঙ্কিণী
মৃদুল বাজুক শিঞ্জিনী
এসহে হৃদয় রঞ্জিনী
মানস ভবন উজলি

এস ভ্রমরের গীতি ছড়ায়ে
পরাগে পুষ্পে ভরায়ে
আঁচলে উড়ায়ে সুরভি মলয়
নয়নে বাঁধিয়া বিজলী।

উঠুক বিকশি বনে বনে ফুল
লুটুক মহুয়া সুখে অলিকুল
ছুটুক—পুলকে—মলয় আকুল
গোলাপী গণ্ড পরশে

মৌন পূজারী আমি শুধু তব
মন্দির দ্বারে বসে ওগো—রব
সজ্জিত করি রূপ নব নব
পূজিব নীরব হরষে।

অলক্ষিতা

কে তুমি গোপনে বসি
হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে
বিশ্বের অদৃশ্য লোক হ'তে
বীণাখানি ঝঙ্কারিছ চিতে
কে গো অলক্ষিতে !

অগম্য নক্ষত্র লোকে
আনমনে তুমি একাকিনী
আমার জীবন তন্ত্রী ল'য়ে
বাজাইছ রিণি ঝিণি রিণি
কে গো তুমি অয়ি ! শুচিস্মিতা
মানস বন্দিতা।

নয়নে দেখিনি তবু
ভাসিতেছ নয়নে নয়নে
দিনের কাজেতে মোর
দিবা শেষে নিশার স্বপনে
কি নব আবেশ দিয়া
তুমি মোরে
রাখিয়াছ ভরি
দিবস শর্ব্বরী।

কভু ছায়াময়ী তুমি
ক্ষণিকের দরশন দিয়া
আকুল অঞ্চল প্রান্তে
আমারে যে নিয়েছে বাঁধিয়া
মুহূর্ত্তে হেরিছি তন্বী !
অতনুর বিভ্রাম বিলাস
শুচি শুভ্রহাস।

ভ্রমর গুঞ্জিত শুভ্র শতদল সম
কুঞ্চিত কেশের জালে
ও আনন কিবা নিরুপম
মনে হয় বুঝি দেখিয়াছি
ভাল করে বুঝি দেখি নাই
তৃষিত এ আঁখি দুটি তাই

বারে বারে চাহিছে চকিতে
অয়ি অলক্ষিতে !
ও কর কমল হ'তে
কঙ্কণের মৃদু কিণিকিণি—
মাঝে মাঝে বেজে ওঠে
শ্রুতি পথে রিণিঝিণিঝিণি
তব কেশ পাশ হতে
না জানি কি গন্ধ সুমধুর
দখিনা পবন সনে
নাসাপথ করে ভরপুর ।
অলক্ত রঞ্জিত তব
দুইখানি রক্তিম চরণ
কি যেন করুণা করি
ধরণীরে করে পরশন
কভু তারে দেখেছি চকিতে
অয়ি অসম্বৃতে ।
কভু লোভাতুর এই
অসতর্ক চপল ভ্রূভঙ্গ
ক্ষণিকের শুভ লগ্নে
লভিয়াছে তব রূপ সঙ্গ
তুমি তারে তখনই পাষাণি
নয়নের অন্তরালে

হে কোপনে
লইয়াছ টানি
কেন তা না জানি।

কভু দেখি আপনার
মহিমার আসনে
বসে তুমি পড়িতেছ
আনত নয়নে
মোর এই গানখানি
সুমৃণাল গ্রীবাখানি ভঙ্গে,—
মনে হয়—মোর গান সঙ্গে
আমি যদি এক হইতাম
ওই তব সুকোমল করে
ক্ষণতরে
ঠাঁই লভিতাম।

সু বঙ্কিম ভুরুচাপ হ'তে
ও নয়ন কৃষ্ণ পক্ষ্ম তুলি
বিদ্যুৎ বহ্নিতে ভরা
নিক্ষেপিছ খর শরগুলি
মোর এই অকিঞ্চিৎ তুচ্ছ সব গান
কোন রূপে পেত যদি
মানুষের প্রাণ
না জানি কি মধু জ্বালা

হইত সহিতে
নির্ব্বাকে দহিতে !

কভু বা দেখেছি যেন
এলায়িত চাঁচর চিকুরে
আনমনে পদ্মানন
হেরিতেছ কনক মুকুরে
কভু যেন হেরিয়াছি
ও তনু ঘিরিয়া নীলাম্বরি
লাবণির বহ্নিশিখা
জ্বালাইছে অপূর্ব্ব মাধুরী
স্বপনের সম মনে হয়—
সেই তব তনু জ্যোতি—
শোণিতের সনে মিশে রয়।

কিছু দেখা কিছু বা অদেখা
কিছু স্বপ্ন কিছু জাগরণ
কিছু বা পড়িছে মনে
সব কিছু বুঝি বিস্মরণ
সেই তব রূপ খানি
মিশাইয়া কল্পনা সহিতে
গানের তুলিকা দিয়া
আঁকিলাম এই মোর চিতে
অয়ি অলক্ষিতে।

মানস কল্পিতা ওগো
সেই তব মোহিনী মূরতি
এ চিত্ত প্রদীপ জ্বালি
তারে নিত্য করিছে আরতি
রচিছে বন্দনা গান
নিতি নিতি নব নব সুরে
ধ্বনিছে স্তুতির মন্ত্র
এ অনন্ত বিশ্ব ব্যোম জুড়ে
ভরিছে গগন প্রান্ত
অশ্রান্ত সঙ্গীতে
চপল ভঙ্গীতে।

এই মোর গান খানি
বুকে তব পাবে কিনা ঠাঁই
পাব কি পাবনা দেখা
এ জিজ্ঞাসা মনে জাগে নাই
স্বহস্তে রচিত তব
অনাঘ্রাত শুভ্র মালা খানি
এ গানের পুরস্কার—দিবে কি—
দিবে না—তা না জানি
কিন্তু তবু মোর সব খানি
তোমারেই ধরিয়া দিলেম

কবির মানসে গড়া
গভীর এ প্রেম।

কোন অনুরাগী কণ্ঠে
জড়াইয়া দুটি বাহুলতা
যবে নিবেদিবে সখি
সঙ্গোপনে মনের বারতা
সেই সে লগনে যদি
আনমনে মানসের ভুলে
মোর গান মোর কথা
ভেসে ওঠে হৃদয়ের কূলে
আচম্বিতে হয় মনে মনে
হয়ত বা স সঙ্কোচে
অতি সঙ্গোপনে
এক পাশে এতোটুকু
পাবে এরা স্থান
মোর কথা মোর এই গান।

দখিণা বাতাস যবে
পুষ্প শাখে দিয়ে যাবে দোল
প্রস্ফুট গোলাপ কলি
গন্ধে গন্ধে
হবে উতরোল

কি এক পুলকাবেশে

আকুলিত হবে চতুর্দ্দিক

কোকিল কোকিলা মিলি

মুখে মুখে রবে অনিমিখ

জোছনা হাসিবে কক্ষে

মুক্তবক্ষে

খুলি বাতায়ন

একাকিনী শয্যা পরে

স্বপ্নাবেশে

মদির নয়ন

স্মরি স্মরি দূরগত কোনো প্রিয়জনে।

মনে হয় সে শুভ লগণে

আনমনে ভুলে যাওয়া

মোর এই গান

ও শুভ্র হৃদয় মাঝে

থর থরি

হবে কম্পমান।

নদীর জোয়ার সম

রহি রহি

রবে উচ্ছ্বসিত

অয়ি অলক্ষিতে,

অরূপা

রূপময়ি! ওই তব অপরূপ কায়া
তোমারে আড়াল করি ফেলিয়াছি ছায়া
আমার অন্তরাকাশে; দেয়না হেরিতে
তোমার স্বরূপ খানি।

রূপ মুগ্ধ চিতে
বিহ্বল নয়নে সদা লুব্ধ বাসনায়
উগ্র আসক্তির বেগে অনুদিন হায়
কামনার বহ্নিশলা পরশিয়া জ্বালি
আপন বক্ষের মাঝে ইচ্ছার দীপালি।
তব পানে চেয়ে চেয়ে দেখি বার বার
তোমার ছায়ারে হেরি, হেরিনা তোমার।

ঐ তব দেহ তটে এদেহ আকুতি
ঠেকিয়া ব্যাহত ক্ষুব্ধ হয় নিতি নিতি
যেথা নিত্য পরিমুক্ত সদা সুপ্রকাশ
রূপের সীমানা পারে অরূপ আকাশ
যেথায় অখণ্ডনিত্য রূপের আভায়
রহিয়াছে বিকশিত অনন্ত প্রভায়
অরূপের জ্যোতির কমল

—সেইখানে
মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের স্বতঃ স্ফুর্ত্ত গানে
মেলি দিয়া আপনারে—সেথা তব প্রতি—
লুণ্ঠিত হ'লনা মম প্রাণের প্রণতি।
তাই এ বাণীর স্তুতি, তব কণ্ঠ পরে—
মালা হ'য়ে বাধা পড়ে—পশেনা অন্তরে।

এবারে ভেদিয়া তব রূপ ইন্দ্রজাল
মোহের শৃঙ্খলে বন্দী জড়ের জঞ্জাল,
অনাদি রূপের শিখা—অরূপার সাজে
এস মোর সুনিবিড় অন্তরের মাঝে
নিঃশব্দ চরণ ফেলি;
—তোমার লাবণি
তিল তিল বাঁটি দিয়া ভরাও অবনী।
রূপের পশরা খানি বিলায়ে ছড়ায়ে
ফেলিয়া মেলিয়া দিয়া বিশ্বেরে ভরায়ে
তরল রূপের স্রোতে—
এস এস বালা
রূপহীন বেশে আজি। জুড়াতে এজ্বালা
রূপ তৃষ্ণা ময় অন্তরের।—তুমি শুধু
নিয়ে এস দেহাতীত রূপাতীত মধু
তীব্র মদিরার গন্ধহীন, শুভ্র, শুচি
পিপাসিত কামনার মরু তৃষা ঘুচি

অরূপ অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হোক
রূপের কুহক গ্রস্ত মোর চিত্তলোক।
সেই নিত্য দেহ লাগি দেহের ক্রন্দন
অশান্ত বক্ষের মাঝে শোণিত স্পন্দন
রোমাঞ্চ কণ্টকপূর্ণ,—কম্পমান শ্বাস
সেই ব্যগ্র আলিঙ্গন,—আকুল উচ্ছ্বাস
বাহুর বেষ্টনী ঘিরি ;

বিম্বাধর তৃষা

মনের আকণ্ঠ ভরি পানের পিপাসা
সেই দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু—তবু কাঁদে হিয়া
অনতি তৃপ্তির খেদে—

সেই বুকে নিয়া

অতৃপ্ত বাসনা চির লালসা উন্মুখ
ও কমল মুখ পরে রাখিয়া এ মুখ
নয়ন নয়ন পরে রহি অনিমিখ
কি যেন খুঁজিয়া মরে।

—সেই সর্ব্বদিক

সপ্তদ্বীপা ধরণীর প্রান্তর কানন
সকল ব্যাপিয়া থাকা একটি আনন
মন হ'তে মুছে যাক।

—যাক্ যাক্ থামি

অশান্ত ক্রন্দন যত। দেহ হ'তে নামি

রূপের এ গুরুভার, অরূপের বুকে
অনন্ত আশ্রয় পা'ক—পূর্ণতম সুখে
উৎসরিয়া উঠুক সে—অসীম চুমায়
আনন্দে মিশিয়া থাক অখণ্ড ভূমায়।

হে অরূপা! মুক্তি দাও
রূপ ডোর হ'তে
সদানন্দে ভেসে যাই
মুক্ত গতি স্রোতে
মহা নিস্তব্ধের প্রান্তে
স্বপ্নের ভেলায়
রূপের বন্ধন হীন—অরূপ বেলায়।

অসীম অম্বর তলে
সেথা চুপে চুপে
মগ্ন রই—রিক্ত ভার
নিরাসক্তরূপে—
নীরব আসনে জপি—মৌন মহাবাণী
ধ্যান করি অরূপের নিত্যরূপখানি
ধ্যানমুগ্ধ হৃদয়ের
প্রত্যন্ত সীমায়
অরূপা!—হেরিতে তব
দীপ্ত মহিমায়।

বহুরূপা

তোমারে হেরেছি বহুরূপা নারী—বহু রূপে শতবার
হৃদয় আসীনা,—মূর্ত্ত বাসনা—মূরতি সে কামনার,
সেই একদিন বালিকা বধুর
মধুর মূরতি ধরি,
নব অনুরাগ আলোকে রঙীন
অরুণ বসন পরি
সলাজ চরণে—আল্‌পনা আঁকি—প্রাঙ্গণ তলে ধীরে
দেহের সোপান বাহিয়া পশিলে হৃদয় যমুনা নীরে।
জাগাইয়া শিহরণ
অজানা নবীন স্বপন দোলায়
দোলাইলে প্রাণ মন।

সরমে সঙ্কোচে আনত নমিত
আধ আঁখি পাতা তুলি
চাহিলে এ মুখে—বন্ধ তোরণ
হৃদি বাতায়ন খুলি।

মনের গোপন গুহায় জ্বালালে
রঙ মশালের শিখা
নয়নে নয়নে বুলাইয়া দিলে
রূপের কাজল লিখা।

সেই হ'তে সখি,—প্রতি দিনমান প্রতিটি যামিনী মোর
মনের গোপন রঙের মহলে লাগিল রূপের ঘোর।

নয়নে জাগিল নব নব তৃষা
রূপের বাসনা মাখা
মোর প্রতি খণ জাগর-স্বপন
রূপ কুহেলিতে ঢাকা।

সেই দিন হ'তে নব নব মোহে
ঐ তব তনু ঘিরে
গড়িয়াছি কত রূপের ভুবন
হেরিয়াছি ফিরে ফিরে।

কভু হেরিয়াছি যৌবন মাধুরী
বসন্ত কানন সম
সবুজে শ্যামলে মুকুলে ও ফুলে
শোভিতেছে নিরুপম
প্রণয় আদরে ভরা ভাদরের
সুনীল যমুনা জল
লাবণি সলিলে দুলে শত শত
যৌবন শতদল।

খরতর শর নয়ন প্রখর
মুখর বিলাস কলা
অন্তর ভরা অতনু লীলায়
অঞ্চল ভরা ছলা

পরিহাস পটু চটুল রসনা
স্বচ্ছ উছল গতি
চপল বাসনা কল কল স্বনা
তটিনী সে বেগবতী।

কখনও আষাঢ় আকাশের মত
সন্নত মেঘ ভারে
ঢেকেছ হৃদয় কেন যে না জানি
গভীর অন্ধকারে

মিহির কিরণ জড়িত আনন
কনক কমলখানি
নিবিড় করিয়া ঢাকিয়া দিয়াছ
তিমির বসন টানি।

লুব্ধ অধর মন মধুকর
মুদিত কমল কাছে
ব্যাকুলিত তানে গুঞ্জন গানে
ঘুরে ঘুরে মরিয়াছে।

কখন দেখেছি ফাগুন আগুনে
জ্বলিছে ও তনু-তন্বি!
ঢালি দিক্‌চয়ে খর জ্বালাময়
প্রখর লালসা বহ্নি।

কভু সন্ধ্যার শুভ্রতা মাখা
স্নিগ্ধ বসন পরি
তাপিত জীবন দহনের জ্বালা
লইতেছ তুমি হরি।

ঋদ্ধ, শান্ত সিদ্ধির মত
ফল ভার অবনত
কভু শোভিতেছ কুটির দুয়ারে
কল্প লতার মত।

কখনও হেরেছি স্নেহ সুকোমলা
তনয়ার রূপ ধরে
তাপিত পিতার সিথানের পাশে
বসে আছ আলো করে।

আনন্দ ঘন নব রসায়ন
স্নেহের পীযূষ দিয়া
কল্যাণে ক্ষেমে মঙ্গলেপ্রেমে
জুড়ায়ে দিতেছ হিয়া।

ভুবন পালিনী জননী মূরতি
ধরিয়া কখনও তুমি
হৃদয় নিঙাড়ি সুধা পিয়াইছ
আদরে বদন চুমি।

শিশুটি তোমার কোলে
হেরিতেছি যেন কল্প লতায়
অমৃত ফল দোলে।
এইরূপে প্রিয়া, মানসী, মোহিনী, তনয়া, জননী, জায়া
অসীমা রূপিনী বহু স্বরূপিনী ধরিছ অনন্ত কায়া।

তব রূপ মাখি বিশ্বেরে দেখি—দেখিনা স্বরূপ তার
বৈরাগী মন কহিছে এখন—হেরিবনা সখি আর
ভুবনে ভুবনে সম্মোহনের
বন্যা সে উত্তাল
সকল নয়ন বাঁধানো তোমার রূপের ইন্দ্রজাল।

মোহভরা কূপ যাদুকরী রূপ
হেরিবনা আর সই
মিটে গেছে আশ আঁখির তিয়াস
নয়ন মুদিয়া রই।
কুটীর আগল বন্ধ করিনু নিভানু প্রদীপখানি
রূপ নেশা ঘোর নয়নেতে মোর আবরণ দিনু টানি।

একি এ বিপদ হায়!
কোথা হ'তে মন হাজার নয়ন
কেমন করিয়া পায়?

রূপের প্রবাহ ছোটে
প্রাণের আকাশে অযুতে অযুতে
রূপের তারকা ফোটে।

মনের নয়ন শত বাহু মেলি
ব্যাকুল বাতুল প্রায়
পলকে পলকে ভূলোকে দ্যুলোকে
রূপ পরশিতে চায়।

হৃদয় গগনে হেরি শত রূপ
ইন্দ্রধনুর সাজে
যেন কোটি কোটি ময়ূর হইয়া
পুচ্ছটি মেলিয়াছে।

মনে, মনে, মনে, ভুবনে ভুবনে
রূপে রূপে কেলি চলে
ধরায় ধরায় লহরী ভরায়ে
ছুটিছে তটিনী জলে।

দিনের তপনে যামিনীর চাঁদে
সাঁঝের তারার মাঝে
অযুত ধারায় রূপের কিরণ
ঝলিয়া ঝলিয়া আছে।

ব্যোমে মহাব্যোমে তপনে ও সোমে
তারকা পুঞ্জের গায়

নব গ্রহদলে নীল নভোতলে
নব জলধর ছায়—

বসন্ত বৈশাখে তরুকুল শাখে
নদী তীরে—কাশ ফুলে
ভরা বরষায় সুশ্যামল কায়
প্রান্তর কূলে কূলে

চির যৌবন লাবণির শিখা
জ্বলিয়া জ্বলিয়া ওঠে
দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া
রূপের বন্যা ছোটে।

যে দিকে ফিরাই আঁখি
রূপের আলোকে দেখি দিকে দিকে সকলি ফেলিছে ঢাকি।
সহস্র তরঙ্গ বাহু মেলি যেন অসীম সে পারাবার
ছুটিয়া চলেছে বন্যার বেগে গ্রাসিবারে চারিধার।

'হেরিবনা রূপ—হেরিবনা রূপ'
উদাসী নয়ন কহে
জীবনের তীর ছাপিয়া প্লাবিয়া—
রূপের বন্যা বহে।

শোণিতের দোলে—মরমের কোলে
লাগে যে রূপের ঢেউ—

এ আঁখি বন্ধ—করিয়া—অন্ধ
রহিতে পারে কি কেউ?

বৃথা এ গরব হায়—!
বৃথা তিতিক্ষা—ব্যর্থ বিরাগ
রূপে সব ভেসে যায়।
বৃথা এ কপাট রুধি
রূপ হেরিবনা—বৃথা এ বাসনা
বৃথাই—নয়ন মুদি।

এস তবে এস ওগো বহুরূপা—বহুরূপ ধর মেলি
ভুবনে ভুবনে হাজার নয়নে রূপে রূপে হো'ক কেলি
যাক্ ডুবে যাক্ বিশ্বের সব
রূপের সাগর তলে
বাসনা কমল—শত শতদল
ফুটুক সহস্র দলে।

যা কিছু কুৎসিত যাহা অসুন্দর—যাহা কিছু হীন হেয়
পান করি তবে হোক সুশোভন—ও মহা রূপের পেয়।

প্লাবনের বেগে ভেসে ডুবে যাক্
জীবন মরণ মোর
ছিঁড়ে যাক্ যত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব
জাগর—সুপ্তি ডোর।

এস কাছে এস—লও বুকে লও
কর গূঢ় পরশন
বাঁধ হৃদিখানি—মহা আলিঙ্গনে
অন্তর হরষণ।

এস হে ব্যক্ত—এস হে গুপ্ত
এস হে স্বপন ঘোর
হে মহা জীবন—হে মহা মরণ
হে মহা শরণ মোর।

হে মহাসক্তি—পরমা মুক্তি
ওগো মহা নিরবাণ
হে মহাশব্দ—চির নিস্তব্ধ
হে মোর মুখর গান।
হে মহাশান্তি—চির সান্ত্বনা
হে মোর পরমা ক্লান্তি
যুগে যুগে পাওয়া—যুগে যুগে চাওয়া
হে মোর লালসা ভ্রান্তি।

হে অপরাজিতা, হে অপরিচিতা,—চির পরিচিতা মম
হে মোর বন্দিতা হে চির নন্দিতা নিরুপমা অনুপম
জাগো জাগো দেবী! নয়নে মানসে,—আমার সকল প্রাণে
এস বহুরূপা বহুরূপ মেলি—গন্ধে, বরণে, গানে।

ভালবাসি ধরণীর ধূলি

ভাল বাসি ধরণীর—
অতি তুচ্ছ এই ধূলি কণা—
স্বরগের কল্পলোক—
কল্পনায়—বৃথা ভুলিবনা।

জমাট পাথর বুক
অনুরাগ বিরাগ বিহীন
নির্ব্বিকল্প শিলাসম
সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ হীন
পাষাণ দেবতা বুকে
নিস্তরঙ্গ—নির্ব্বিকার প্রেম
স্থানু, ধ্রুব সনাতন
সে বঞ্চনা নাই বা পেলেম।

ইচ্ছার তুফান তুলি
হৃদয় শোণিতে
বিচিত্র তরঙ্গাঘাতে রবেনা ধ্বনিতে
যে অনড়, বদ্ধ প্রেম
নাহি তাহে আশ
স্বর্ণ ভৃঙ্গারের বারি
তাহে নাহি মিটিবে তিয়াস।

অকাল সমাধি লভি
অনাসক্ত দেবতা-সমাজে
স্থান নাহি পেতে চাই
উদাসীন নির্ব্বিকার
উর্ব্বশীর—নৃত্য সভামাঝে।

নাহি চাই স্বর্গ কুমারীর
নির্নিমেষ নেত্র পাতে—নিরলস ভালবাসা
শাশ্বত—স্থবির,
নাহি চাই নিশি দিন
ডুবিতে অমৃত হ্রদে—
লভিতে সে পরম নির্ব্বাণ
না চাই—আলোক ধাঁধাঁ
অন্ধকার হীন
চির জ্যোতিষ্মান।

শচীরে লইয়া বামে
পান করি অমৃত আসব
সুতৃপ্ত অন্তরে,—চির
সুখে থাক
অমর বাসব।

মর্ত্তের মানব আমি
এ ধরণী চির কাম্যস্থান

ইহারই নিভৃত বুকে
নীড় মোর করি নিরমাণ
অতি ক্ষুদ্র এক গৃহ কোণে
ভালবাসি—কাঁদি হাসি
নিতান্তই আপনার মনে।

ভালবাসি জনে জনে
বন্ধু বলি—সখ্যভাবে মাতি
কাছে টানি—দূরে ফেলি
প্রাণের আবেগে দিবা রাতি।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব, ভাল মন্দ,
যুক্তি তর্ক—বাদ বিসম্বাদ
স্তুতি, নিন্দা, প্রণয়, কলহ
মুক্ত গতি মোর মনোসাধ
নিজ রেখাঙ্কিত পথে
আপনার গতি বেগে ধায়
রজনী গন্ধার বৃন্তে
পরিপূর্ণ শুভ্রতার প্রায়।

কভু আবরণ হীন
অকারণ আনন্দে উচ্ছাসি
কোনো ক্ষুদ্র বুক হ'তে—কেড়ে নিয়ে
প্রেম, অশ্রু, হাসি—

আনমনে বহে যাই—ডুবিয়া ছুটিয়া
প্লাবিয়া বহিয়া বেগে—লুটিয়া লুটিয়া।

পত্রের স্তবক মাঝে
ক্ষুদ্র, শুভ্র যূথিকার সম
শিথিল অলকে ঘেরা
একখানি মুখ নিরুপম
অনুপম রূপে টলমল
মাটির মানুষ আমি
সেই মোর পরম সম্বল।

বিদ্যুৎ বহ্নিতে ভরা
ভ্রূভঙ্গ চঞ্চল দুটি চোখ্
মাটির মানুষ লাগি
মর্ত্ত্য প্রেমে ফুটে সদা রে'াক।

ক্ষণিকের রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে
পরিপূর্ণ দিক
এ ধরার স্বেচ্ছা দত্ত দান
সেই মোর অমৃত অধিক।

সেই ক্ষুদ্র হাসি টুকু—মানসের নভে
খণ্ড জ্যোৎস্না সম
করে যাক, আলোকিত
পুলকিত এ হৃদয় মম।

সলাজ সন্নত নেত্রে
অশ্রু হাসি, আলো ঝলমল
স্বচ্ছ শিশিরের বিন্দু
প্রাণ প্রান্তে করে টলমল
কভু মান কভু অভিমান
কভু বুকে অম্লান সোহাগ
কিছু মিল কিছু বা অমিল
ক্ষুদ্র বুকে তুচ্ছ অনুরাগ
চির অপেখিত নিশি
বুভুক্ষিত সেই অহরহ
সেই ভীরু সন্দেহের—ভালবাসা
মিলন বিরহ
আকুল চুম্বনাঘাতে
সেই মধু বেদনার দান
সেই দূরে সরে যাওয়া,
কাছে আসা, লাজে ম্রিয়মান
সেই ভুল ক্রটি ভরা
ভালবাসা মর্ত্ত্য ললনার
কিছু কটু কিছু তিক্ত
কিছু মিষ্ট সিক্ত ছলনার
ভুল করে ভুলে থাকা
সেই হেথা দিন দুইচারি

সে কি নহে স্বরগের
সুধা পূর্ণ ঝারি ?

সে মোর মাটির দান
মুক্ত ধারা
ইচ্ছা সুখ স্বচ্ছ প্রবাহিনী
মর্ত্তের অমৃত ইহা
বহিছে ধরনী
আপন বক্ষের মাঝে
অভাজন সন্তানের লাগি
দেবগণও রহিয়াছে জাগি
এ সুধা আস্বাদ হেতু
স্বর্গ হ'তে লয়ে অবসর
এই সুধা আস্বাদিতে
মর্ত্তের মৃত্তিকা মাঝে
আনন্দে রচিছে খেলা ঘর।

এ অমৃত বাঞ্ছা সুখে
অনাদি সে আনন্দ স্বরূপ
নন্দের নন্দন রূপে
আনন্দে ধরিল নব রূপ
অবহেলি নন্দনেরে
পারিজাত পরাগেরে ভুলি

আনন্দে দুহাত ভরি
মাখে গায়ে ধরণীর ধূলি।

কি জানি কি ধন লাগি
নিত্যের সে চিত্ত বিক্ষেপণ
ধরণীর ধূলির বিলাস
লভিবারে প্রাণ উচাটন
নিত্য অমৃতের ভাণ্ড
অনাদরে দূরে নিক্ষেপিল
লীলার সে ধূলিকণা
আদরে বদনে তুলে নিল।

আপিঙ্গল ধূলিজালে
রাঙাইল শান্ত পীতবাস
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নিল
ধরণীর মাটির উল্লাস।

বসুধার পূর্ণ পাত্র হ'তে
ভুঞ্জিল নবীন সুধা
নব নব আনন্দের স্রোতে।

বঞ্চিত দেবতা লাগি
রচিল যে নব বৃন্দাবন
নিত্য ব্যবহারে তিক্ত

সুধাভাণ্ড অতি পুরাতন
পরিবর্ত্তে—
কিশোরীর কক্ষের গাগরি
রেখে দিল
অভিনব রসানন্দে ভরি।

মাটীর দুলালী সাথে
রাস মঞ্চে নব রস ক্রীড়া
প্রণয়, কলহ, মান, অভিমান
বিপ্রলব্ধ, ব্রীড়া
মিলনের, বিরহের, বিচ্ছেদের
অশ্রুর পাথার
চিদানন্দ সত্তা তাহে
রসানন্দে দিল যে সাঁতার।

স্বরগে লাগিল ঢেউ
লীলার সে মহা সমুল্লাস
থেমে গেল নৃত্যের বিলাস
থেমে গেল চরণ মঞ্জীর
উর্ব্বশীর
চমকি উঠিল শচী
দেবগণ হইল অস্থির
শূন্য হ'ল দেব সভা
ক্ষুণ্ণ হ'ল পারিজাত মালা

কেঁদে মরে দেবগণ
কোথা শ্যাম কোথা ব্রজবালা
কোথায় শ্যামলী ধরা
কোথা রাধা প্রেম-ছড়াছড়ি
নন্দন কানন ত্যজি
ধরণীর রসের ধূলায়
দেবতারা দেয় গড়াগড়ি।

এইরূপে যুগে যুগে বারে বারে
ধরণীর ধূলির মহিমা
দেব শিরে এঁকে দিল
সগৌরবে আপনার বিজয় গরিমা
জানাইল নব আশীর্ব্বাদ
আপন প্রাণের রসে
আস্বাদন করাইল
নবতর অমৃতের 'স্বাদ।

এই ধরণীর ধূলি
বুক দিয়ে প্রাণ দিয়ে
এ যে আমি চির ভালবাসি
কোটী গ্রহ তারা হ'তে
জন্ম জন্মান্তর স্রোতে
কি মহান আকর্ষণে
এরই বুকে ছুটে তাই আসি।

বিরাট প্রেম

নমো হে—হিরণ্য গর্ভা—হে বিরাট প্রেম প্রবাহিণী
স্বত্ব রজো তমোময়ী—হে ত্রিগুণা সলিল রূপিণী
তটিনী মধুর স্বনা—হে কলনাদিনী নমো নমঃ
তোমার বিরাট প্রেমে মুগ্ধ, আত্মহারা চিত্ত মম।

যৌবন কল্লোল গানে—সাজাইয়া প্রণয়ের ডালা
সিন্ধুর গম্ভীর কণ্ঠে—পরাইছ বরণের মালা
আপনারে সঁপিয়াছ সে বিরাট বন্ধুর চরণে
নিজেরে বিলায়ে দেছ পরিপূর্ণ আত্ম নিবেদনে।

আবার ধরার প্রেমে স্বেচ্ছা সুখে রয়েছ মগন
অধরের কূলে কূলে আঁকিতেছ তরঙ্গ চুম্বন
করিছ সরস তারে,—স্বাধীন ভর্ত্তিকা—
হে সুন্দরি
প্রেমের সলিল দানে—প্রণয়ের পূর্ণকুম্ভ ভরি।

তপন সহস্রাধরে লুটিতেছ তব প্রেম সুধা
অকুণ্ঠ সোহাগ নীরে—কামনার সেই তপ্ত ক্ষুধা
শীতলিছ কি সোহাগে—হে বিরাটরূপিণী সুন্দরি
দুই তীরে মহারণ্য দাঁড়াইয়া করযোড় করি

পত্রের অঞ্জলি পাতি—চাহিতেছে প্রেমের প্রসাদ
তুমি তার মর্ম্মমূলে সিঞ্চি প্রেম—
পুরাইছ সাধ।

আবেশ জড়িত নেত্রে সুধাকর বক্ষো সুধা পানে
কিরণ করাগ্র দিয়া তোমার বসনখানি টানে
তুমি অঙ্গে অঙ্গে তার মাখি সেই জোছনার হাসি
প্রণয় বিবশা প্রায় হরষিয়া উঠিছ উচ্ছ্বাসি।

অন্তহীন আকাশের প্রীতি মুগ্ধ শুভ্র আলিঙ্গন
কি অনন্ত অনুরাগে বুক পাতি করিছ গ্রহণ
প্রশান্ত প্রসন্ন মনে। নীলাম্বর তাই দিবানিশি
প্রেম সুনিবিড় নীলে—ও সলিলে রহিয়াছে মিশি।

আদরে ধরেছ গর্ভে কিরণময় মণি রত্নজাল
হাঙ্গর, কুম্ভীর সহ শুক্তি, মুক্তা শঙ্খ ও প্রবাল
সবারে দিতেছ ঠাঁই,—সম প্রেমে সম অধিকারে
ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড হ'তে—সুবিশাল রুদ্র পারাবারে।

এইরূপে নিশিদিন—জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ-তারা দলে
গোত্র হীন ভেসে আসা নগণ্য সে কুসুমে শাদ্বলে
ক্ষুদ্রে, রুদ্রে, উচ্চে, নীচে অতি তুচ্ছ শৈবালে, শিলায়
টানিয়া বক্ষের মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী অনন্ত লীলায়
মেতেছ বিরাট প্রেমে—হে আনন্দজ্যোতি স্বরূপিণী
হে বিশ্ব-হ্লাদিনী শক্তি,—প্রীতি প্রেম পুণ্য প্রবাহিণী।

সোহাগে বক্ষেতে টানি—আজি মোর ক্ষুদ্র তরীটিরে
তোমার বিরাট প্রেমে—সুখে তারে নাচাইছ ধীরে
তোমার বুকের পরে

সুখে সুপ্ত আমি আত্মভোলা
লভিতেছি ক্ষুদ্র বুকে সুবিপুল বিরাটের দোলা।

জোছনা রাতে

জোছনা রাতে দূরের বনে সুরের স্বপন জাগে
ঘরের কোণে মনের বনে তাহার পরশ লাগে।
বঁধুর মত মধুর চেয়ে আকাশ ধরার পানে
নিত্য লোকের প্রেমের বাণী কইছে কাণে কাণে।
চাঁদের মুখে মধুর হাসি হিল্লোলিয়া ওঠে
দীঘির বুকে সুখের স্বপন কুমুদ হ'য়ে ফোটে।

রূপের লোকে অরূপ বঁধুর শুভ্র হাসির ডালা
হাজার হাজার তারার বুকে নিবিড় করে ঢালা।
আজ এ রাতে হিয়ার পাতে কার সে বীণার তান
আনন্দে যে উঠল বেজে—চমকে ওঠে প্রাণ।
রূপের দোলায় দোলায় আমায়—অচিন প্রিয়তম
উচ্ছ্বসিয়া উঠছে হিয়া জ্যোৎস্না নিশি সম।

তটিনী

কানন কুন্তলা তরঙ্গ চঞ্চলা
তটিনী তোমারে বড় ভালবাসি
সোহাগে উছল সদা কল কল
তট তল প্লাবি উঠিছ উচ্ছ্বাসি।

কলহংস কুল মেখলা ভূষণা
নিশির শিশিরে বিশদ বসনা
বন কিশলয়ে সুকেশী শোভনা
অতুলনা আহা তব রূপরাশি।

বালারুণ টিপ মরি কি সুন্দর
অপরূপ মনোলোভা মনোহর
প্রতি নিশা অন্তে তোমার সীমন্তে
পরাইছে সুখে উষা সখী আসি।

সাগরের ডাকে চিতে জাগে দোল
অভিসার পথ করি উতরোল
তাই গানে গানে দয়িতের পানে
ছুটিয়া চলেছ উধাও উদাসী।

খর তর তাপে—জ্বলে—পোড়ে প্রাণ
তাই ছুটে আসি শুনিতে এ গান
এমনি আকুল করিয়া পরাণ
কবে মোর প্রাণে বাজিবে গো বাঁশী।

মাতলা নদী

মাতলারে—
তুই উতল হ'য়ে
ছুটিস্ কোথা বল্
এমন—আগল হারা পাগল পারা
উল্লাসে বিহ্বল।

কার বাঁশী বেজেছে প্রাণে
টান দিলে কে আকুল টানে
ও তোর—
ভ'রল পরাণ গানে গানে
আনন্দ উচ্ছল।

শুনলি কি তুই সুদূর পারের
পরাণ বঁধুর ডাক
কোন্ ঘাটেতে বাজলরে বল
প্রেমের মিলন শাঁখ।

কোন অজানা স্বপ্নাবেশে
উধাও—কোথায়—চল্‌লি ভেসে
সেই—অচিন্ দেশে সঙ্গী হারায়
সঙ্গে নিয়ে চল।

অবসর

শুধু দুটি দিন
বাসনা চঞ্চল গতি বিরাম বিহীন
করমের চক্র হ'তে
লয়ে অবসর
হে তটিনী, তব তীরে
পাতিয়াছি ঘর।

নামাইয়া ভার গুলি
থামাইয়া যত ধূলি খেলা
অনন্ত আকাশ তলে
বসে বসে নিরালা একেলা
তব জল কলরোলে
শুনিবারে অপূর্ব্ব সঙ্গীত
তোমার বিশাল বক্ষে
অনন্তের লভিতে ইঙ্গিত
ক্ষণেকের তরে
তোমার শ্যামল তটে
বসিনু এ তৃণাসন পরে।

অনন্ত রহস্যময়ি
হে চঞ্চলে তটিনী সুন্দরী

অনাবৃত বক্ষে তব
মধুকুম্ভ রাখিয়াছ ভরি,
তরঙ্গ ইঙ্গিতে তব,—চিত্ত মোর
ক্ষিপ্ত, আত্মহারা
ঝাঁপায়ে পড়িতে চায়—বক্ষে তব
উন্মাদের পারা।

বিস্মৃত বাসনা সম
পিছনে পড়িয়া ভবিষ্যৎ
তোমার অতল তলে
ছুটিয়া চলেছে মনোরথ
দুবাহু বাড়ায়ে আজি
হৃদি মোর উদগ্র উন্মুখ
আলিঙ্গিতে চাহিতেছে
ঐ তব সঙ্গ সুধা সুখ।

সংসারের হাসি কান্না
কোলাহল মাঝে
নিজেরে হারায়ে ছিনু
মিথ্যা শত কাজে
আপনারে ছড়াইয়া
দিকে—দিগন্তরে
আজি শুধু ক্ষণেকের তরে
সবুজ ঘাসেতে ঢাকা

এই তব নিরঞ্জন তীরে
বিচ্ছিন্ন 'আমি'রে বুঝি
পূর্ণরূপে পাইতেছি ফিরে।

এ বিপুল জনারণ্যে
আত্ম মোর সাথী খুঁজে মিছে
স্পন্দিত বক্ষের মাঝে
শুধু বৃথা কাঁদিয়া মরিছে
আত্মীয়, বান্ধব, সখা
লভিয়াছি প্রিয় পরিজনে
ঘিরিয়া রয়েছে তারা
মোর চারি পাশে—ক্ষণে ক্ষণে
তবু মনে হয়
আর কারো পেলে যেন
এই পাওয়া পরিপূর্ণ হয়
সেই অজানিত লাগি
নিশিদিন তৃষিত নয়ন
ব্যাকুল তিয়াসে চাহে
কোথা সেই কামনার ধন।

দূর হ'তে দূরান্তরে—
ঘর হ'তে খোঁজে পরবাসে
পথ হ'তে পথান্তরে চলে
সেই কোন অজানার আশে।

আজি এ কুহেলি ঢাকা
তন্দ্রালস গোধূলি বেলায়
অস্তগামী তপনের
এ বিচিত্র আলোর খেলায়
তোমার বিশাল বক্ষে
যে স্বপন জাগে প্রবাহিনী
তরঙ্গে তরঙ্গাঘাতে
বাজিতেছে যে কল রাগিনী
মনে হয় চিনি—যেন চিনি
এ মূর্চ্ছনা—এই মধু সুর
যেন কোন চেনা পায়ে
গুঞ্জরিয়া চলেছে নুপুর।

এই ক্ষুদ্র ঢেউ গুলি
তটতলে মিলিতেছে আসি
মোর হৃদি তটে যেন
ঝঙ্কারিছে ভুলে যাওয়া বাঁশী
এই তব কলরোল,
অর্থহীন অপূর্ব্ব সঙ্গীত
সেই চির অজানার
এই বুঝি অনন্ত ইঙ্গিত।

বসন্তে

আসিয়াছে ঋতুরাজ
হিম সম্পাতে অতীব শীতলা
ধরণীর বুক করিয়া উতলা
শীকর-সিক্ত নব পবনের
মৃদু পরশনে আজ
প্রোষিত-ভর্ত্তার হৃদয় হর্ত্তা
আসিয়াছে ঋতুরাজ।

নয়নাভিরাম যূথিকার দাম
বিকশে আপন হিয়া
শিরীষ কুসুম, পাটল প্রসূন
উঠিল উল্লসিয়া।

মত্ত দ্বিরেফা পরিচুম্বিতা
মন্দ মলয় পবনাকুলিতা
চারু পুষ্পিতা চূত লতিকার
যৌবন ঢল ঢল
মদির গন্ধে মুগ্ধ কোকিল
কুহরিছে অবিরল।

কাননে যেন গো—কান্তাননের
মোহ মাধুরীর শোভা

পল্লবিত বল্লী বিতান
কিসলয়ে মনোলোভা।

ঈষৎ রক্ত লোধ্র লোচন
নব কর্ণিকার লোচন রোচন
সুষমাযুত কুসুম রেণুর
হেম পিঙ্গল তায়
মাধবী লতা আন্দোলিতা
শান্ত মৃদুল বায়।

কিংশুক বন রক্তাংশুকে
সজ্জিত মনোরম
চীন চেলকের অবগুণ্ঠনে
নব বধুটির সম।

চারু কুরুবক মঞ্জরী পরে
শ্রুতি সুখকর অলি গুঞ্জরে
শুভ্র কুন্দ কলিকাগুলিতে
ফুটিয়াছে সবিলাস
সুচারুদতী যুবতীগণের
লীলা চপলিত হাস।

হিম অপগতা প্রকৃতি রমিতা
নব যৌবন শ্রীতে

ঋদ্ধ বনানী—মুগ্ধ পিকের
ঝঙ্কার কাকলীতে
দ্রুম, লতা, ফুলাভরণে ভূষিত
কনক কমলে সরসী হসিত
মলয়ানিল উল্লসিত
ফুল্ল মদির ভরা
উষা উজ্জ্বলা—সন্ধ্যা শীতলা
রজনী রম্য তরা।

মত্ত কোকিল বিরুত নিশীথে
সিধু পানে বিহ্বলা
কুসুমায়ুধ মন্মথ শরে
ব্যথিত সচঞ্চলা
পরিরম্ভিতা যুবতী গণের
মহা সমুল্লাস প্রিয় পরশনে
ভোগাভিলাষী নিলাজ বঁধুর
বিলাস লালসায়
চপল কর কর্ষণে—লাজ
আবরণী টুটে যায়।

চির হসন্ত নব বসন্তের
চারু করোরুহ মায়
মনোবীণা কার মিলন পুলকে
ললিত রাগিণী গায়

প্রিয় মুখ পরে হাসিটির সম
জীবন আজিকে স্পৃহনীয়তম
ভূমানন্দের প্রেমানুভূতিতে
হৃদি যমুনার জল
ফেনিলোচ্ছ্বাসে নাচে উল্লাসে
কল কল—ছল ছল।

পূজা

যে না পারে নর পূজা করিতে সাধন
দেবতার পূজা তার শুধু অকারণ।
চিন্ময় স্বরূপে তুমি চিনিলেনা যারে
মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে বৃথা খুঁজিছ তাহারে।

বিরহী

কত বসন্ত শরৎ আসিল
বাদলের বরিষণ
বুকের উপর বহে গেল কত
দখিনের সমীরণ
কত শত স্মৃতি—ধুয়ে মুছে গেল
বিস্মৃতি বন্যায়
তবু একখানি ভুলে যাওয়া মুখ
ভুলিতে পারিনা হায়।

বুকের ভিতর দিয়া
ব্যথার কমল বিথারি বিথারি
উঠিছে উচ্ছ্বসিয়া।

তার সাথে কত ভুলে যাওয়া কথা
কত পুরাতন সুর
মাঝে মাঝে হৃদি মুরছি তুলিছে
কাঁপাইয়া তুরুতুর।

মনে পড়ে সেই একটি যামিনী
জোছনাতে জাগরণ
সে দিনও এমনি খোলা ছিল মোর
দখিণের বাতায়ন

আকাশের বুক হ'তে
চাঁদের কিরণ ছুটিয়া আসিত
রূপালী তরল স্রোতে।

দখিণা বাতাসে ভাসিয়া আসিত'
পিক পাপিয়ার গান
তার সাথে কত পিয়াসী বুকের
মিলন মধুর তান
কত মান অভিমান
কত মনে পড়া কত ভুলে যাওয়া
হাসি কান্নার বান।

স্বপনের মত মনে হয় আজি
বিগত সে সব দিন
এ দিনের মাঝে খুঁজে নাহি পাই
এতটুকু তার চিন্।

সবই আছে, সেই দখিণা বাতাস
সেই পাপিয়ার গাওয়া
সুনীল আকাশে চাঁদের আলোর
ঢলে ঢলে বহে যাওয়া
মধু যামিনীতে—মাধবী লতার
সারা বুকে ফুল ফোটা
তেমনি করিয়া কদম কলির
শিহরি শিহরি ওঠা

কি যেন গো তবু নাই
দিকে দিকে শুধু খুঁজিয়া বেড়ায়
দিশা হারা চোখ্ তাই
দখিণা বাতাসে নাহি ফুল বাস
গানে নাহি ঝঙ্কার
পিক পাপিয়ার গান হ'ল মিছে
মজে নাকো প্রাণ আর।

জোছনার পরশন
আর না হিয়ায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
তোলে নাকো কম্পন।

শুকনা পাতায় ভরিয়া গিয়াছে
সাধের বকুল তল
চাঁদের আলোকে চমকি ওঠে না
দীঘির সুনীল জল
মঞ্জরী আজ শুকায়ে গিয়েছে
ফোটে না টগর ফুল
কবরী বেড়িয়া শোভিত যাহারা
আলো হ'ত কালো চুল।

যুঁই চামেলির বন
শুকায়ে গিয়েছে আসে নাকো আর
মাতোয়ারা সমীরণ।

নাহি আসে আর রজনী গন্ধার
মধু মদিরার বাস
নীরব বেদনে ঝরিয়া পড়িছে
শেফালি ফুলের রাশ
সবুজ ধানের ক্ষেত
শ্যামল আঁচল দোলায়ে দোলায়ে
করে নাকো সঙ্কেত
সারা বুক ঘিরে সাহারা মরুর
রুক্ষ বিকটতায়
তপ্ত বাতাস শ্বসিয়া শ্বসিয়া
হু হু করে বহে যায়।

একটি একটি করি
শেষ মিলনের মালিকা কুসুম
পড়িতেছে ঝরি ঝরি।

কেঁদে দেখিয়াছি,—কাঁদিতে পারি না
এ দুটি নয়ন আর
পারে না বহিতে স্মৃতি দীপ শিখা
তপ্ত জলের ধার
ঝুরে ঝুরে আঁখি শুকায়ে গিয়েছে ;
অশ্রুজলের বান
জমিয়া জমিয়া বরফের স্তূপ
করিয়াছে নিরমাণ

কাঁদিব না সখি আর
কেঁদে বহাব না—এ পোড়া নয়নে
শ্রাবণ মেঘের ধার।

বেদনা বিকল পাগল পরাণ
স্তব্ধ নীরবতায়
বিগত দিনের স্মৃতি তরু মূলে
বসিয়া থাকিব হায়!
এমনি করিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া
বাকি আর কটা দিন
জীবন দীপের ক্ষীণ শিখাটুকু
আঁধারে হইবে লীন।

তার পর সেই চির বসন্ত,
চির নন্দন ছায়
ছুটে যাবে প্রাণ—চির মিলনের
ব্যাকুলিত পিয়াসায়
শ্রান্তিতে জর জর
লুটিয়া পড়িব হে চির প্রেয়সি—!
তোমার বুকের পর।

তখন যেন গো তোমার প্রেমের
চির অমৃত নীর
শুষ্ক অধরে তপ্ত ললাটে
সিঞ্চিও পিয়াসীর।

স্নিগ্ধ সঞ্জীবতায়
ধীরে ধীরে সখি,—ও কর কমল
বুলাইয়া দিও গায়,
ব্যথা বেদনায় নিভু নিভু মোর
এ দুটি নয়ন পরে
তখন যেন গো তব নয়নের
উজ্জল আলোটি ঝরে।
শিথিল করিয়া বাহু লতা খানি
জড়াইয়া ধীরে ধীরে
নিয়ে যেও মোর চির বাঞ্ছিত
প্রেম সাগরের তীরে
সে শ্যামল তীরে মিলন কুটীর
করিয়া গো নিরমাণ
তোমাতে আমাতে দুজনে গাহিব
চির মিলনের গান।

মোদের মিলন

তোমার আমার হাতে বাঁধা
এই যে রাঙা মিলন রাখি
কোন সে নিঠুর—কাটবে বল
এমন তাহার সাধ্য বা কি ?

কোন গোধূলির সাঁঝের শাঁখে
জীবন মরণ সাতটি পাকে
জমাট বাঁধন বেঁধেছে কে
কোনো খানে নেইকো ফাঁকি।

মোদের মিলন জড়িয়ে গেছে
আকাশ পটের ঐ নীলিমায়
মোদের মিলন ছড়িয়ে আছে
সবুজ ক্ষেতের শ্যামলিমায়

মহাকালের খাতার পাতায়
মোদের মিলন লেখা সেথায়
জ্বলে চির উজ্জলতায়
প্রেমের সোণা কিরণ মাখি।

এই ধরণীর শ্যামল তীরে
মনের সুখে পেতেছি ঘর

হেথায় কেবল মিলন লীলা
অন্য কিছুর নেই অবসর

নিয়ে সকল কাজে ছুটি
বুকে বুকে রইব লুটি
এমনি করে কাটিয়ে যাব
যে কটা দিন আছে বাকি
শ্রীমুখে এ মুখটি দিয়ে
হিয়ায় হিয়ায় মিশে থাকি।

অধর হ'তে অধর পরে
মিলন সুধা পড়ুক ঝরে
তন্বি!—তব তনুটিরে
তনুর বাসে রাখব ঢাকি।
মদির দুটি নয়ন হ'তে
ঝরাও মধু তরল স্রোতে
তরল রূপের মাধুরীতে
পেয়ালা মোর ভরাও সখি।

এমনি সুধার আধার চুমে
ফুরাবে দিন আসবে ছুটি
নীল আকাশের অসীম তলে
তোমায় আমায় পড়ব লুটি

অলস দুটি শিথিল করে
বেড়ে কোমল কণ্ঠ পরে
বাহুর মালা বক্ষে ধরে
মুদব দুটি অবশ আঁখি।

ভেঙে হেথায় মিলন বাসর—চলব দুজন চুপে চুপে
মহাকালের পায়ের তলায় ফুটব দুটি পদ্ম রূপে
সেথায় শীতল স্নিগ্ধ বায়ে
লাগবে পরশ গায়ে গায়ে
হবে বিভোর—পাপড়ি যে মোর তোমার রূপের পরাগ মাখি।

চির চাওয়া

চাইলে যদি পেতাম তোমায়
তা হ'লে কি চাইতাম এত
তুচ্ছ এ মোর ভালবাসা
অল্প কথায় মিটে যেত।

এই যে আকুল ব্যাকুলতা
এই বিরহ বেদনার গান
স্বপ্ন মধুর এই যে মিলন
অশ্রু ভরা মান অভিমান

দ্বিধা দ্বন্দ্বের হানাহানি
এই যে বিষম টানাটানি
তোমার আমার গোপন বাণী
এ সব কেউ শুনতে পেত ?

পাইনা বলে—আমার মাঝে
তোমার পাওয়ার নেই অবধি
নূতন ক'রে নিত্য যে পাই
নিত্য হারাই নিরবধি
সারা জীবন সারা বেলা
এই যে লুকোচুরি খেলা

এই অপরূপ অবহেলা
মধুর এমন কে জানিত ?

নিত্য মনে সঙ্গোপনে নবীন হয়ে জাগছ রাতে
আবার যখন নয়ন মেলি হারাই তোমার নিত্য প্রাতে
এমনি করে চলুক নিতি অসীম তোমার যাওয়া আসা
এমনি বুকে জাগুক আমায় চির নবীন ভালবাসা
ক্ষুদ্র ক'রে তোমায় পেতে
অল্প কথায় ফুরিয়ে যেতে
কাজ কি তুচ্ছ আনন্দেতে
সে পাওয়া যে চাহিনে ত।

তবু যে কাঁদিছে প্রাণ

ধরণীর বুক ভরা এত আলো এত হাসি গান
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, পরিপূর্ণ,—বহিছে উজান
জীবন তটিনী মোর,—শ্যাম তৃণে বেলা ভূমি ঢাকা
দিনগুলি কেটে যায়—বসন্তের অঙ্গ গন্ধ মাখা
ফুল ফোটে,—চাঁদ ওঠে
কোকিলেরা গেয়ে যায় গান
বাসন্তী মুকুল পুঞ্জে
ছেয়ে যায় প্রাণের বিতান
শ্রবণে বর্ষিছে তান—অহরহ ঐশ্বর্য্যের বাঁশী
তবু যে কাঁদিছে প্রাণ—আনমনা ব্যাকুল উদাসী
তবু কোন ধন লাগি
চিত্ত মোর হয়ে দিশাহারা
কোন সে অনন্ত পারে
অমৃতের খুঁজিছে কিনারা
কোথায় অজানা বনে
বেণু রন্ধ্রে বাজিছে পূরবী
ক্বচিৎ পবনে তার
ভেসে আসে সুরের সুরভি
উৎকর্ণ তাহারই লাগি—রাত্তি দিন ঝরে অশ্রুধার
তবু যে কাঁদিছে প্রাণ—বুঝি নাকো রহস্য ইহার।

সাঁঝের পথিক

স্তিমিত গোধূলি লোহিত আলোকে
নিমীলিত মোর নয়ন ঝলকে
সহসা চিত্ত বেদনা পুলকে
চমকি উঠিল প্রাণ,

সাঁঝ রঙে রাঙা আলোকের তীরে
কি লেখা রয়েছে থরে ও বিথরে
কে ঐ সেথায় গায় ধীরে ধীরে
কাজ ভাঙানিয়া গান।

সারা দিন ধরি—কত ধূলা খেলা
যত ভাঙা গড়া—যত হেলা ফেলা
কাজে ও অকাজে কেটে গেছে বেলা
আর ত হ'লনা হায়—!

এখন কেবল সমাপন গান
গেয়ে যেতে হবে ভরিয়া পরাণ
আর কেন মিছে পিছনে তাকান
সময় বহিয়া যায়।

কত কাঁটা ফুল কত মরু মাঠ
মিলনের মেলা—ভাঙনের হাট

কত আলো হাসি—আঁধার জমাট
কত ঘাত প্রতিঘাত

অমানিশা কত জাগিয়া কেটেছে
নয়নেতে জল,—হৃদয় ফেটেছে
কভু বা হাসির জোছনা ফুটেছে
এসেছে চাঁদনী রাত।

যা কিছু দিয়েছি—যাহা হারায়েছি
যত মনে রাখা—যাহা ভুলে গেছি
সে সব হিসাব কিছু না রেখেছি
শুধু গেয়ে গেছি গান

পথে ও বিপথে কবে ও কোথায়
কি ভাবে কেটেছে কোন মমতায়
কত লাভ ক্ষতি—হিসাব কে চায়
—এবে দিবা অবসান

পড়ে থাক এবে সব পড়ে থাক
যা আছে,—যা গেছে—সব চলে যাক
ঘরের বাহিরে ঘর ছাড়া ডাক
ঐ কে চলেছে ডেকে

ভাল ও মন্দ সৎ ও অসৎ
সব কথা মিছে শুধু আছে পথ

একা যেতে হবে—সুদূরের রথ
সুদূরে টানিছে বেগে
আঁধারে আলোকে চলে মুসাফির
দিয়ে নিয়ে আর বিলায়ে ফকির
পাথেয় তাহার হয়নিকো স্থির
এ মহা যাত্রা পথে
আশে পাশে ছিল যা কিছু সঞ্চয়
জীবনের রণে জয় পরাজয়
বাকি ওয়াশীলে—দেনা পাওনায়
এবে কিছু নাই হাতে।
এত দিন ধরে ঘরের নেশায়
আশা নিরাশার সে মহা দিশায়
সে সব এখন করিয়াছি সায়
এবে শুধু অভিযান
শুধু আমি আছি আর এই ভাঙা বীণা
আর কি আছে না আছে নাহি যায় চিনা
নয়নে ও পথে করে আনা গোনা
আঁধারের ব্যবধান।
কত কি গেয়েছে এই বীণা খানি
আজি নাহি তান—গান নাহি জানি
অবশ শরীর আকুল পরাণি
আনমনে ছুটে ধায়

কি জানি কোথায় বাজিতেছে বাঁশী
সাঁঝের রাগিণী আসিতেছে ভাসি
সব তেয়াগিয়া হিয়া সে উদাসী
আর না ফিরিতে চায়।

নাহি জানি কোথা চলেছি পথিক
কোন পথ দিয়া—জানিনা সঠিক
কিছু নাহি চিনি—দিক্ ও বিদিক্
ডাক শুনে শুধু চলি

কে ডাকিছ ওগো কোন কিনারায়
শুধু শোনা যায়—'আয় আয় আয়'
কি করে বা যাই,—কেমনে কোথায়
সন্ধান দাও বলি।

কে বাজাও বাঁশী কোথা কোন দিকে
এস,—নিয়ে চল অন্ধ পথিকে
তোমার মহিমা দিকে দিকে দিকে
হউক সুপ্রকাশ

আজি সন্ধ্যায় বন্দনা গীতে
শঙ্খ ধ্বনিত শুভ আরতিতে
তব জয় গান বাজুক এ চিতে
ধ্বনুক জয়োল্লাস।

শ্রাবণে

শ্রাবণের মেঘ এস নেমে এস
মিনতি করি
ক্ষীণ তটিনীর অঞ্জলি দাও
সুধায় ভরি।

সরসী চাহিয়া তোমার পানে
শুষ্ক মুখে
কমলে কমলে কামনা জাগাও
রিক্ত বুকে

ধরণী মিনতি করিছে হে শ্যাম
তোমার জন্য
ধারা বরিষণে ভরাও হৃদয়
হও প্রসন্ন।

তোমার গুরু মধুর মন্দ্রে
বাঁশরী বাজে
দুরু দুরু কাঁপে বরজ যুবতী
মরম মাঝে।

আমি একেলা বাতায়নে বসে
স্বপন ভোর

বঁধুর বিহনে মলিন হইল
মিলন ডোর।

আসা পথ চাহি আশার কুসুম
পড়িছে ঝরে
বাসনার দীপ জ্বলিয়া নিভিয়া
পুড়িয়া মরে।

অগুরুর বাস বাতাসে মিলায়ে
হইল শেষ
তাম্বুল রাঙা অধরে নাহিক
রসের লেশ।

হাতের কাঁকণ ললাটে হানিয়া
শূন্য কর
সাধের মালাটি বাসি পড়ে আছে
সেজের পর।

নীপের মেখলা শুকায়ে ঝরিল
শিথিল বেশ
কবরী খুলিয়া সিথানে পড়েছে
এলায়ে কেশ।

পরাণ হরিণী কাঁদিয়া মরিছে
ভ্রষ্ট যূথ

এস হে শ্রাবণ এস বঁধুয়ার
আপ্তদূত।

এস হে শ্যামল বঁধুর দেশের
বারতা নিয়া
সে মধু পরশ পসরা বহিয়া
জুড়াতে হিয়া।

তিমির বরণ, মনের গগনে
উদয় হও
বিরহ তিমির হরণ আশার
বাণীটি কও।

মাহ ভাদর

ঘন ঘন অম্বরে ডম্বরু ধ্বনি বাজে
মেঘে ধরে মল্লারসুর
বাদর বরষিছে ভুবন ভরি ভরি
ভাদর জলে ভরপুর।

পান্থ সচকিত অন্তর কম্পিত
মুহূঃ হেরি বিদ্যুৎ বাজ
একাকিনী পিয়া লাগি শঙ্কিল উচাটন
দুর গম পন্থের মাঝ।

পরবাসী বন্ধুরে উন্মনা স্মরি স্মরি
বিরহিনী অঞ্জন হীন
মেঘ গুরু ডঙ্কায় শঙ্কিতা মানময়ী
অপরাধী কান্তেতে লীন।

পরিহিত ধরণী তৃণদল শ্যামল
বসন মেঘ পরকাশ
জেগেছে বুকেতে বুঝি আজি নব কিশোরীর
তিমির অভিসার আশ।

কোন প্রিয় মিলনের অনুরাগ রঞ্জিত
বুক ভরা বাসনার ফুল

তটিনী নটিনী সম নাচি নাচি ছুটিয়াছে
উছলিয়া উছলিয়া কূল।

কবরী, কামিনী, কেয়া, কূটজের সমারোহে
অন্তরে অভিনব সুখ
উপবন লক্ষীর আঁখি যেন হাসিতেছে
উল্লাসে চঞ্চল বুক।

আজি বন কিশোরীরা হিন্দোল দুলি দুলি
মনো সুখে কাজরী গায়
মেঘ বরণ ঘন এলায়িত কুন্তল
স্থল কমল মালা তায়।

ফুল বলয় যুত ভুজ যুগ আন্দোলি
দোল্‌নাতে ঘন দেয় দোল
অনাগত শ্যামল বঁধুরে আমন্ত্রিয়া
ঝঙ্কারে মল্লার রোল।

মত্ত দাদুরী আর—ডাহুকীর ডাক ভরা
এ ঘোর ভাদর সাঁঝ
মম চিত কিশোরী—ঝুরি ঝুরি কাঁদিছে
বঁধু হীন বিপিন মাঝ।

অকস্মাৎ

আলোছায়া ঘেরা এই বাদল প্রভাত
আজি ওগো আজি অকস্মাৎ
আজি তব
পেয়েছি সাক্ষাৎ।

এই নব মৃদু বরষণে
এই নব মেঘে মেঘে
বিজলীর এই পরশনে
এই তব করুণার তানে
এই তব বেদনার গানে
মেঘলোকে ডুবে যাওয়া
হারানো এ প্রাণে
আজি অকস্মাৎ
আজি তব পেয়েছি সাক্ষাৎ।

এই আজি বাদলের বায়ে
ধরণী বিরহ ব্যাথাতুর
শ্যামল আঁখির পাতে
ঝরে অশ্রু ঝরে ঝুরু ঝুর
এই তন্দ্রালস উষা
এই সরে মেঘ আবরণ

ম্লান রবি কোন ফাঁকে এসে
এঁকে যায় মৃদুল চুম্বন
হেসে ওঠে উষারাণী নিমেষের তরে
ভাসে ক্ষণিকের আলো
ধরা বুক পরে
এ ক্ষণ মিলনে অকস্মাৎ
আজি তব
পেয়েছি সাক্ষাৎ।

এই থামে এই নামে
এই নব ক্ষণ বরষণ
এই তপ্ত বুক মাঝে
সমীরণ ক্ষণ পরশন
এই মেঘনত নভে
সজল কাজল মাখা মায়া
ছুঁয়ে যায় ধরণীর
বিরহ পাণ্ডুর শ্যাম কায়া
এই প্রেম অভিনয়ে—
এই অকস্মাৎ
আজি তব পেয়েছি সাক্ষাৎ।

এই হীন—পথে পড়া
রৌদ্র দগ্ধ এ বন তুলসী
ক্ষণ জীবনের ছন্দে

কি আনন্দে
উঠিছে — উলসি—
এই ক্ষুদ্র যুথিটির
বেদনা ভুলায়ে
প্রেমের শীকর বুকে
গেল যে বুলায়ে
পবন—পরশি মৃদু
সুশীতল হাত
এইক্ষণ শান্তি মাঝে
এব অকস্মাৎ
আজি তব পেয়েছি সাক্ষাৎ।

কখনও চমকি চিত
পথ ভুলি,—যায়
হঠাৎ আঁধার হ'তে
আলোর লীলায়
তার ছেড়া বীণা খানি
কখন বাজে না জানি
বিমুখ নয়ন হ'তে
লভি দৃষ্টি পাত
সে শুভ লগণে অকস্মাৎ
আজি তব
পেয়েছি সাক্ষাৎ।

একি দায়

'আমারে' লইয়া—পারি নাকো আর
কি যে করি হ'ল দায়
কোন খানে ফেলি—কোথায় হারাই
কোথা তুলে রাখি হায়—!

ক্ষুদ্র এ মোর দেহতট হ'তে
'আমি'রে ছিঁড়িয়া নিয়া
বিশাল ধরার অবারিত বুকে
মেলিয়া মেলিয়া দিয়া
মুক্ত বাতাসে ফেলিয়াছি শ্বাস
ভাবিয়াছি মনে—হায় !
বাঁধন বিহীন—'আমি' রে বুঝি বা
এই খানে পাওয়া যায়।

চকিতে বেদনা বাজে
আনমনা মন ফিরে যেতে চায়
পুনঃ বাঁধনের মাঝে।

পুনঃ অনুরাগ অগুরু সুবাস
মাখিয়া সকল গায়
শত বাসনার সোণার শিকল
বাজাইয়া পায় পায়

মনে হয় বুঝি—এই সফলতা
　　ক্ষণে ভেঙে যায় ভুল
সোণার শিকল শেল হ'য়ে বাজে
　　কাঁটা হ'য়ে ফোটে ফুল।

ক্ষণে অনুরাগ—ক্ষণেতে বিরাগ
　　মিটেনাকো মনোরথ
'আমি'-রে লইয়া—পথ হ'তে ঘরে
　　ঘর হ'তে ফিরি পথ।

সীমার আমিরে—অসীম মাঝারে
　　কথনও মেলিয়া ধরি
গোটা 'আমি'টারে কাটিয়া কথনও
　　ক্ষুদ্র খণ্ড করি।

বহুরূপে তারে—চেখে চেখে দেখি
　　মেটে না কভু তিয়াস
জীবন পেয়ালা—যত করি পান
　　বেড়ে যায় তত আশ।

এই মনে হ'ল ভরে গেল বুক
　　অমৃত ধারা পিয়া
এই পুনঃ তাহা—গরল জ্বালাতে
　　জ্বালাইয়া দেয় হিয়া।

কভু ভাবি মনে—ত্যাগের আসনে
এ দুটি নয়ন বুজি
অসীম আঁধায় খুঁজি চারিধার
আমারে পাইনু বুঝি।

নয়ন মেলিয়া চেয়ে দেখি যবে
আমি সেথা নাহি আর
আশা না মিটিল বিফল বাসনা
বৃথা খুঁজি চারিধার।

কভু বা নিকটে কখনওবা দূরে
কভু রাগে অনুরাগে
কভু পশ্চাতে—ডাহিনে ও বামে
কভু নয়নের আগে—
'আমি'রে রাখিয়া দেখি নিতি নিতি
—আপন বলিয়া তবু
কল্যাণে ক্ষেমে সুনিবিড় প্রেমে
চিনিতে নারিনু কভু।

পথ হ'তে ঘর—ঘর হ'তে পথ
অবিরাম যাওয়া আশা
উদাসী পরাণ কভু অনুরাগে
কোথাও বাঁধেনা বাসা।

জীবনের শাখে বাসনার গুটি
ফুটিয়া হ'ল না ফুল

'রিক্ত আমি'রে—মুক্ত বলিয়া
বারে বারে করি ভুল।

মনে ভাবি বুঝি—বুঝেছি 'আমি'রে
কিন্তু বুঝি না হায়;
'আমি'রে খুঁজিতে—বুঝিতে বুঝিতে
জীবন বহিয়া যায়।

আমারে লইয়া পারি নাকো আর
কিযে করি—হ'ল দায়।

ভুলের ফসল

বারে বারে আমি ভুল করি বলে
তুমিও কি মোরে বুঝিলে ভুল
কাঁটা আছে বলে তাই কি হেলাতে
পথে ফেলে দিলে প্রসাদী ফুল ?

বিদ্যুৎ ভরা জলধরে তুমি
ভীষণ বলিয়া মনেতে মানো
সুশীতল পেয় তাহাতে আছে ও
একথা কি কভু নাহিকো জান ?

ঘষিতে চন্দন শ্রম লাগে ঢের
তা বলে কি অঙ্গে মাখিবে না
আনারসে সখি কাঁটা আছে বলে
জীবনে তাও কি চাখিবে না ?

ইক্ষুর রস পিয়াসী জনের
চর্ব্বণ শ্রম সহিতে হয়
গোলাপেরে নিয়ে বুকেতে পরিতে
কাঁটায় কখনও দহিতে হয়।

অল্প আয়াসে যাহা যাহা পাবে
জগতে তাহার মূল্য কি
বহু সাধনায় অর্জ্জিত ধন
এ ধরাতে তার তুল্য কি ?

সুখের মূল্য যে হৃদয় পাবে
বাঁচিবার কাল অল্প তার
চোখের জলেতে যা তুলিবে গড়ে
আয়ু যে কোটী কল্প তার।

অল্পায়ু সে যে সুখের প্রণয়
নিশা না ফুরাতে হায়রে হায়
চপলার মত চকিতে চমকি
না মিটিতে আশ ফুরায়ে যায়।

(৯১)

প্রেমের বেদনা ছাপায়ে নয়ন
হৃদয়ের মাঝে মেলে যে মূল
জীবনের পরে সে যে আলো করে
মরণ অন্ধ তমসা কূল।

ভালবাসা মূলে ভুল ছিল তাই
ভালবেসে সুখ সতত পাই
ভুল হ'ল বলে দূরে দিই ঠেলে
ভুল ক'রে পুনঃ কাছেতে যাই।

ভালবাসা নিধি গড়িয়া যে বিধি
গোড়াতে করেছে বিষম ভুল
সে ভুলের জের টেনে চলি আমি
তবে কেন তুমি রেগে আকুল?

'ভুল' ভুলে যাও আমা পানে চাও
ভালবেসে এবে ঘুচাও তাপ
ভুলের সোণার ফসলেতে ভুলে
ঢেলো না বিরহ দারুণ শাপ।

এমন যদি হয়

এমন যদি হয়
কেমন করে লোকে তবে
পাগল তারে কয় ?

এসে যে জন ভবের হাটে
গাঁটের কড়ি ছড়ায় বাটে
নিজের তরে রাখে না ভ'রে
যা কিছু সঞ্চয়

হিসাব নিকাশ ঘরের কোণে
ভুল ঘটে তার ক্ষণে ক্ষণে
যেন সে কোন পরম ধনে
পরাণ মগন রয়

এমন যদি হয়
কেমন ক'রে লোকে তবে
পাগল তারে কয় ?

সোণার খাটে মন না ধরে
লুটিয়া রয় মাটির পরে
মানীরে ভুলি দীনেরে তুলি
আপন শিরে বয়।

উজাড় ক'রে হেমের ঝুলি
কোন সে উন্মাদনাতে ভুলি
প্রেমের দ্বারে ভিখারী হ'য়ে
মোরে জীবন ময়।
এমন যদি হয়
কেমন করে লোকে তবে
পাগল তারে কয়?

পথ ভোলা সে পথিক যেন
আপন হারা উদাস হেন
ধরার মাঝে কোন কাজে
মনটি বাঁধা নয়।
ভুলিয়া চাঁপা গোলাপ দলে
আবেশে লোটে তুলসী তলে
রতন ফেলি—পথের ধূলি
দু হাত পেতে লয়।
এমন যদি হয়
কেমন করে লোকে তারে
পাগল তবে কয়?

কেউ যদি গো মনের ভুলে
পালিয়ে ঘরের আগল খুলে
নদীর কূলে তরুর মূলে
ভুলেই বসে রয়।

জোছ্‌না নামে ধরায় যবে
নাচে পরাণ রাসোৎসবে
গগন ছেড়ে চাঁদ যেন তার
হিয়াতে উদয়।
এমন যদি হয়
কেমন ক'রে লোকে তারে
পাগল তবে কয়?

মেঘ দেখিয়া নভের কোলে
কি জানি তার কিসের ছলে
দু চোখ হ'তে অবাধ স্রোতে
জলের ধারা বয়—
চলার পথে কোন খেয়ালে
শ্যামল তমাল তাল পিয়ালে
এক দিঠিতে নয়ন মেলে
অবাক হ'য়ে রয়।
এমন যদি হয়
কেমন করে লোকে তবে
পাগল তারে কয়?

চলতে পথে ডাহিনে বামে
ব্যাকুল হ'য়ে থমকি থামে
হঠাৎ ভোলে মনের কূলে
পথের পরিচয়।

কইতে কথা কাহারও সনে
হয় সে নীরব অকারণে
কাজের মাঝে বিস্মরণে
কাজ ভুলিয়া রয়

এমন যদি হয়
কেমন ক'রে লোকে তবে
পাগল তারে কয় ?
পথিক পথে দেখিলে পরে
দু হাতে গলা জড়ায়ে ধরে
পড়িয়া পায়ে মিনতি ক'রে
আকুল স্বরে কয়—
বলতে পার ঘর ছাড়ারে
কোন্ বনে কোন্ নদীর ধারে
লুকিয়ে ভুলে পাগল টারে
মনের মানুষ রয় ?

এমন যদি হয়
কেমন করে লোকে তবে
পাগল তারে কয় ?

লালসা

কুঞ্জে সখী হ'তে যদি পেতাম
উচ্চ রাজপদে ঠেলে দিতাম
তুচ্ছ ইন্দ্র পদে না লইতাম।

শ্রীমতীর সাথে যমুনার জলে
ভরিতে গাগরী যেতাম কুতূহলে
নব নীপ মূলে—রসিক শেখরের
নয়ন শরে—আপন হারা হতাম।

ফিরিতে ঘরেতে জল ল'য়ে কাঁখে
বসন বেধে যেত কুঞ্জ তরু শাখে
আঁচল ছাড়াতে নয়ন আড়েতে
ফাঁকে ফাঁকে বাঁকা রূপ দেখিতাম।

ঘরে ফিরে সদা উদাসী আন্‌মন
চঞ্চল হ'তে মোর প্রাণমন
উন্‌মনা মনে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
গৃহ কাজে আমি ভুল করিতাম।

পরিজন গণে দিত মোরে গালি
মাথায় পেতে নিতাম কলঙ্কের ডালি

জ্বলন্ত উনানে দিতাম জল ঢালি
ধোঁয়ার ছলে খানিক
কেঁদে নিতাম।

সঙ্কেত বাঁশরী বাজিলে বিপিনে
শ্রীরাধিকায় নিতাম ডাকিয়া গোপনে
নীল বসনে ঢাকি—নুপুর খুলে রাখি
তিমির অভিসারে নিয়ে যেতাম।

বিবিধ বরণ বন ফুল সাথে
মন ফুল মোর মিশাইয়া তাতে
চিকণ গাঁথনে গাঁথিয়া মালিকা
যুগল গলে আমি পরাইতাম।

নব রসময় রাস মঞ্চোপরি
রসরাজ সহ মিলিত কিশোরী
রসের আবেশে সে মহা বিলাসে
এক পাশে দাঁড়ায়ে দেখে নিতাম।

ব্রজ ললনারা হাতে হাতে ধরে
নাচিত গাহিত বেড়িয়া নাগরে
ডুবিতাম আমি সে রস সাগরে
চরণ ধূলায় গড়াগড়ি দিতাম।

রাস রস শ্রমে অবশ দুজনে
শ্রম জল বিন্দু ঘনাত আননে

অঞ্চল সঞ্চারি—সেই শ্রম বারি
যত্ন করি আমি মুছাইতাম।

নিকুঞ্জ বিলাসে অলস শয়নে
নিশি ভোর তবু মুদিত নয়নে
জাগো জাগো বলি—জাগাতাম দুজনে
কুঞ্জ ভঙ্গ গীতি গান করিতাম।

ছুটির কবিতা

আজি মোর ছুটি—
আজি রব শুধু তব বক্ষোপরে লুটি
ওগো মনোসরসিজাসনা রসবতী
ছন্দোগীতিময়ী ধনি মোহিনী মূরতি
মানস কল্পনা লোকে,—আহ্লাদিনী অয়ি
তব সর্ব্ব তনু মাঝে ব্যস্ত হয়ে রহি।

ওই তব লাবণ্যের মহা পারাবারে
তরলিত জ্যোতির সমুদ্রে, আপনারে
সকল বন্ধন টুটি—সর্ব্ব গ্রন্থি খুলি
একেবারে—ছড়াইয়া হারাইয়া ফেলি।

নিবিড়: গহন ঘন অন্ধকার ঘরে
পাতিয়া বিরাম শয্যা একান্ত নির্ভরে
হৃদয় সীমান্ত প্রান্তে। শুধু তব সনে
বুকে বুকে মিশে থাকি,—নয়নে নয়নে
স্তব্ধ নীরবতা দিয়া—করি আলাপন,
রোমে রোমে বহে যাক্ গূঢ় পরশন
বিদ্যুৎ বহ্নির লীলা,—শুধু করি পান
সর্ব্ব অনুভূতি দিয়া অনল সমান
অমল লাবণ্য শিখা।

হিয়া পরে হিয়া
গূঢ় অনুরাগ ভরে চাপিয়া চাপিয়া
শুধু করি অনুভব,—কি বিচিত্র রাগে
শোণিতে শোণিতে আজি কি মূর্চ্ছনা জাগে
ঝঙ্কারিয়া চিত বীণা মোর।

আজি শুধু
আস্বাদিতে চাই আমি নব নব মধু
অধরে অধর দিয়া—ভরি সর্ব্ব প্রাণ
সব লাজ সব বাধা করি অবসান
নিপীড়িয়া নিঙারিয়া বক্ষের কমল
আবেগ কম্পিত করে বসন অঞ্চল
টানিয়া খুলিয়া ফেলি।

—পেয়োনাকো লাজ
পরিপূর্ণ শুভ্রতায় বল কিবা কাজ
মিছা আবরণ টানি।—অয়ি সুনির্ম্মলে
ঢেকোনা বাধার বাসে রূপের কমলে
হ'ওনা বিমুখী সখি—হে অভিমানিনী
আজি ঘন ঘটা নভে গভীরা যামিনী
চরাচর অন্ধকারে করিয়াছে গ্রাস
আজি শুভ অবসর,—খুলে ফেল বাস
ফিরাও প্রসন্ন মুখ—মোর মুখ পানে
আমারে টানিয়া লও ব্যগ্র বাহু টানে
করুণ কোমল বক্ষে।

ছাড়ো ছাড়ো লাজ
সুগহন নগ্নতায় ডুব দিয়া আজ
অতলে তলাতে চাই,—চাই জেনে নিতে
কোন ক্ষুধা হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে
আমারে ব্যাকুল করে ;—কেন অহরহ
নিত্য জ্বলে এই বুকে তীব্র সুদুঃসহ
তপ্ত দাবাগ্নির জ্বালা।—কি অতৃপ্ত তৃষা
আমারে পুড়ায়ে মারে।

ব্যাপি দিবা, নিশা
কেন এই ভীরু দুটি নয়নের কোণে
কোন পিপাসার নেশা জাগে ক্ষণে ক্ষণে

কেন এই হৃদয়ের শিরা উপশিরা
আকণ্ঠ শোষিতে চায় কী তীব্র মদিরা।

আজিকে দেখিব তব পূত দেহ মাঝে
প্রতিটি রেখাতে হেথা কিবা লেখা আছে
কোন অপঠিত লিপি—কোন সে পরম
গভীর গোপন তত্ত্ব,—কিবা সে চরম
রহস্য নিবিড় ঘন গূঢ় গুপ্ত কথা
সর্ব্ব মুখরতা মাঝে সর্ব্ব নীরবতা
অশান্ত চাপল্য পারে প্রশান্ত বিরতি
কামনার কোন প্রান্তে কল্যাণ মূরতি
কেমনে লুকায়ে আছে।

কোন কেন্দ্র দিয়া—
শাশ্বত রূপের রশ্মি উঠি বিকিরিয়া
মুক্ত করি অবরুদ্ধ কোণ সে আগল
সর্ব্ব চরাচর চিত্ত করিয়া পাগল
আপনারে করিছে প্রকাশ,—দিক ভরি
ধূলিভরা ধরণীরে করিছে সুন্দরী
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, পত্র, পুষ্প, ফলে
রৌদ্র দগ্ধ বর্ণহীন শুষ্ক তৃণ দলে
করেছে সজীব নব শ্যামলতা দানি
কোন অনুরাগে—
মুক্ত নীলাম্বর খানি

রঞ্জিছে বিচিত্র রূপে সপ্ত রঙ দিয়া,
কোন জোয়ারের বেগে প্লাবিয়া প্লাবিয়া
ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়ে নিয়া লাবণ্যের স্রোতে
কারে টানি এ বিশ্বের কোন প্রান্ত হ'তে
কোথায় আনিয়া ফেলে,—কোথা ধরে মেলি
কারে ভাঙি কারে গড়ি—কী করিছে কেলি।

আজি আমি তব মাঝে জানিতে উৎসুক
সৃষ্টির রহস্যখানি।—ফিরাও না মুখ
দিও নাকো বাধা—
লইও না অপরাধ
আজি মোর সর্ব্ব প্রাণে জাগিয়াছে সাধ
পূর্ণ সুখে সর্ব্ব কর্ম্মবন্ধ বিনাশিয়া
তরল রূপের স্রোতে ডুবিয়া ভাসিয়া
তোমার মাঝারে পেতে পরম শরণ
আনন্দে লভিতে সুখে মধুর মরণ।

বাসনা তাড়িত ঘন কম্পমান শ্বাসে
যাপি নিশি প্রতীক্ষায় শুধু তব আশে
এস তুমি এস আজ দীপ নিভাইয়া
নিভৃত হৃদয় প্রান্তে ওগো চির প্রিয়া
মাখি অঙ্গে সৌন্দর্য্যের নিখিল গৌরব
ছড়াইয়া ছড়াইয়া আকুল সৌরভ
খুলিয়া মেলিয়া ধর হৃদি পদ্ম দল

মানসের সরোবরে কনক কমল,
মুক্ত কর মুক্ত কর সর্ব্ব আবরণ
কুঞ্চিত কেশাগ্র হ'তে কমল চরণ
রক্ত শতদল সম—সম্মুখে আমার
প্রকাশিয়া—বিকশিয়া ধর একবার।

আজি ল'য়ে অবসর সর্ব্ব কর্ম্ম হ'তে
সর্ব্ব আররণ মুক্ত তব রূপ স্রোতে
ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়া স্বচ্ছ গতিছন্দে
লভিব মুক্তির স্বাদ মরণ আনন্দে,
রূপের তরণী চড়ি অরূপের তীরে
আজিকে ভিড়িব সুখে।

প্রাণ পাখীটিরে
দিব সে পরমা মুক্তি—উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
অসীমের কল্প লোকে,—ভাবের গগনে!
আজি মোর ছুটি—
মনের অধর দিয়া লইয়াগো লুটি
তব দেহ পাত্র হ'তে দেহাতীত সুধা
পান করি মিটাইব অন্তরের ক্ষুধা।

কবি

অনাদি অসীম কাল বহিয়া চলেছে অবিরাম
অনন্ত প্রবাহ গতি,—মুছে দিয়া পরিচয়, নাম
ধরণীর বক্ষ হ'তে। পুঞ্জীভূত ঘটনার রাশি
অনিত্য জীবন মৃত্যু ক্ষণিক আনন্দ, খেলা, হাসি
বিরহ, মিলন, প্রেম, অনুরাগ, বিরাগের কথা
প্রাত্যহিক জীবনের ছোট খাট তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা
ক্ষণ বুদ্বুদের সম—কাল বক্ষে তুলিয়া উচ্ছ্বাস
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায়। নাম, রূপ সব করে গ্রাস
বিশাল সে কালের কালের বারিধি।

ওগো কবি—

তুমি শুধু বসে বসে আঁকিতেছে
সুমহান ছবি
অক্ষয় অক্ষর তুলি—বুলাইয়া অনন্তের পটে
চির বিলয়ের দৃশ্য—হেরিছ যা দূরে ও নিকটে।

কাল স্রোতে ভেসে যাওয়া ফুলগুলি কুড়ায়ে হরষে
নব সঞ্জীবতা দানি—আপনার সঞ্জীবনী রসে
অমর বাণীর সূত্রে—কল্পনার করাঙ্গুলি দিয়া
গাঁথিয়া অপূর্ব্ব মালা,—অনুরাগে দেছ দোলাইয়া
অনন্তের কণ্ঠপরে।

তোমার গভীর ছন্দে গান
অপূর্ব্ব মাধুরী ঢালি বিরহেরে করিছে মহান
ত্যাগের ভৈরবী সুরে,—মিলনের ক্ষুদ্র ক্ষণগুলি
অসীম অর্থের ভারে উচ্ছ্বসিয়া উঠিছে আকুলি
শাশ্বত কালের বুকে।
—ওই তব অপূর্ব্ব গীতিকা
মৃত্যুর পাণ্ডুর ভালে পরাইছে অমৃতের টিকা।

কবি! তুমি লোকাতীত—পুরাতন তুমি চিরন্তন
তুমিই নবীন চির—তোমারে সে কালের বন্ধন
কভু না বাঁধিতে পারে।

চির মুক্ত তুমি কালজয়ী
অনন্ত যুগের দূত। তব বীণা ছন্দোগীতিময়ী
অনাদি কালের বাণী নিত্যকাল করিছে প্রচার
উদাত্ত গম্ভীর তানে—দোলাইয়া চিত্ত সবাকার।

বিস্মৃত সে স্বপনের আবেশের মুগ্ধ শিহরণ
সঞ্চারি প্রাণের কেন্দ্রে,—রসাইছে তারে অনুক্ষণ।

সে কোন অতীত যুগে বিরহিনী জনক নন্দিনী
শোকের অশোক বনে নিরানন্দে আছিল বন্দিনী
একাকিনী সাথীহারা,—নিশীথের তপ্ত অশ্রুধার
প্রিয় মিলনের পথে সীমাহীন রচিল পাথার।

তারপর একদিন পার করি বিরহ বারিধি
দিয়া সুদুঃসহ ক্লেশ—অবশেষে মিলাইল বিধি
জীবন বল্লভে তাঁর।—

কিন্তু হায় ভাগ্য বিড়ম্বিতা
জ্বালিয়া বক্ষেতে চির—অনির্বাণ বিচ্ছেদের চিতা
নিষাদের নিদারুণ শরাহত ক্রৌঞ্চ বধূ মত
তুলি সকরুণ তান,—দয়িতেরে স্মরি অবিরত
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে—আপনার বাঞ্ছিতের লাগি
অনুদিন—অনুক্ষণ।

ওগো কবি তুমি ছিলে জাগি
বীণাটি লইয়া হাতে তোমার ভাবের তপোবনে
সেই মূর্চ্ছাহত সুর রোমাঞ্চিয়া পশিল শ্রবণে।

কাঁপিল বীণার তন্ত্রী তারে তারে বাজিল ঝঙ্কার
করুণ, কোমল, মৃদু—পথ চাওয়া নিরাশা শঙ্কার
পূরবী ভৈরবী তান, দীপকের জ্বালাময় রোষ
মল্লারের মেঘমন্দ্র, তব করে বজ্রের নির্ঘোষ
উৎসরি উঠিল ছন্দে। বাণীর সে অশ্রান্ত প্রকাশ
বিবিধ বিচিত্র রাগ।—আজও তার অনন্ত উচ্ছ্বাস
ধ্বনিছে হৃদয় তটে।

বিরহের সেই গীতি খানি
অনাদির বক্ষ হতে ভুলে যাওয়া সে বেদনা আনি

নিখিলের মর্ম্মপটে নিত্য নিত্য করিছে আঘাত
ব্যথার অখণ্ড দান,—বিরহের তপ্ত অশ্রুপাত।
সেই লীলা বৃন্দাবনে রাখালের নব নর্ম্ম বাঁশী
রাখাল রাজের সনে সখ্য প্রেম, আনন্দের হাসি
সেই প্রিয় মিলনের নিত্য নব রসের উল্লাস
সেই চির বিরহের চির তপ্ত উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস
মান অভিমান মাখা বিন্দু বিন্দু হাসি-অশ্রুগুলি
হে কবি! তুমি ত তাহা সযতনে কুড়াইয়া তুলি
গেঁথেছ মুক্তার হার ;—বাণী কণ্ঠে রেখেছ পরায়ে
অনন্ত কালের তরে। জগতের হৃদয় ভরায়ে
তুলেছ অপূর্ব্ব তান, অভিনব রসময় সুর
তোমার মোহন বীণে; আজও তাহা করিছে বিধুর
অসীম আকাশখানি।
বিশ্ব চিত্ত বেদনা পুলকে
সেই তব নব রাগে আকুলি উঠিছে রস-লোকে।
বিরহিনী যক্ষ প্রিয়া কাঁদিতেছে কোন অলকায়
মণিময় হর্ম্ম্যতলে মুক্তকেশা বিবশে লোটায়
চরণ মঞ্জীর হীন, ছিন্ন ডোর মন্দারের মালা
বঞ্চিত কাঞ্চন কাঞ্চি বিরহিণী একাকিনী বালা
গণিছে পদ্মের বীজ মিলনের দিন স্মরি স্মরি
শিথিল কোলের পরে বীণাখানি নীরবতা ভরি
মৌন,—মূক পড়ে আছে।

কবি তব হৃদি যন্ত্র মাঝে
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তার বেদনার সুরটুকু বাজে
তব চিত্ত মেঘ হ'য়ে লঘু গতি মন্দাক্রান্তা তালে
বায়ু পক্ষ মেলি দিয়া দিক্‌হীন নীলাম্বর ভালে
উড়ে অলকার পথে বহি নিয়া প্রিয়ের বারতা
প্রাণ সঞ্জীবনী বাণী—আশা ভরা আনন্দের কথা,
সেই তব কল্প কথা—সেই বাণীরূপ সেই সুর
সুচির যুগের বুকে হিল্লোলিয়া উঠিছে মধুর
বসন্ত আনন্দ সম। বাণী তৃষাময়ী ধরণীর
প্রত্যেক হৃদয়টিরে পিয়াইছে অমৃতের নীর।

এইরূপ,—এ বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অব্যক্ত ধ্বনি
আপন মুক্তির লাগি অহরহ উঠিতেছে রণি
অস্ফুট মন্থর ভাষে; তুমি তারে কোন মায়া মন্ত্রে
নিবিড় করিয়া ধরি কর ধৃত তব বীণা যন্ত্রে
সতত সহস্র সুরে অপরূপ মধুর ভঙ্গীতে
নিরন্তর প্রকাশিছ নব নব আনন্দ সঙ্গীতে।

ওগো কবি—ওগো ঋষি—বরপুত্র চিন্ময়ী বাণীর
শাশ্বত সন্তান তুমি বিনশ্বর এই ধরণীর
আনন্দ নন্দন ব্রজে—বংশীধারী সুত যশোদার
বিশ্বের কামনা ধন—
আজি মম লহ নমস্কার।

পঁচিশে বৈশাখ

সে এমন একদিন—

তপোক্লিষ্টা বসুন্ধরা পদ্মাসনে ছিল ধ্যানাসীন
আপিঙ্গল জটা জাল ধূলি রুক্ষ দিগন্তে বিলীন,
রৌদ্র দাহ দগ্ধ দীপ্ত বৈরাগ্যের গৈরিক উত্তরী
আস্তৃত সকল দিকে—অনাবৃত তনু লতা ভরি
জ্বলে তপস্যার বহ্নি,—হোম কুণ্ড অনন্ত গগন
অনির্ব্বাণ সর্ব্ব দিকে সূর্য্যকর দীপ্ত হুতাশন।
সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, জ্বলে অগ্নি ডাহিনে ও বামে
রুদ্রের ললাট হ'তে—তপনের বহ্নিধারা নামে।

প্রজ্বালিয়া পঞ্চশিখা,—পঞ্চাগ্নির মহা তপস্যায়
কোন মহা সিদ্ধি লাগি—সঁপি সর্ব্ব মন প্রাণ কায়
নির্ব্বাক নিস্পন্দ ধরা।

মহারুদ্র পঁচিশে বৈশাখ

উদাত্ত ভৈরব কণ্ঠে—অকস্মাৎ দিল রুদ্র ডাক,
'উত্তিষ্ঠতঃ বসুন্ধরে',—'প্রাপ্য বরান্নিবোধত'
—এই কথা বলি
উজাড় করিয়া নিজ ষড়ৈশ্বর্য্য বৈরাগ্যের থলি
অমৃত সঞ্চয় যত ছিল জমা—যত্নে আহরিয়া
নিবিড় আনন্দঘন পূর্ণতম রসমূর্ত্তি দিয়া

নবীন অমর্ত্ত্য মূর্ত্তি নব জাতকের রূপে তারে
বাণীর মাণিক মালা কণ্ঠে দোলাইয়া শতধারে
স্থাপন করিল ধীরে—প্রসন্ন প্রশান্ত হাসি হেসে
মর্ত্তের মৃত্তিকা পরে—ধরণীর উৎসঙ্গ প্রদেশে।

অকস্মাৎ ধ্যান ভাঙি স্বপ্নাতুর নিমীল নয়নে
আনন্দ বিহ্বলা ধরা চাহি নব জাতকের পানে
রোমাঞ্চ অরুণ আঁখি।

জাতকের প্রাতঃসূর্য্য রুচি
ধরণীর ললাটের দহনের চিতা ভস্ম মুছি
আপন অরুণ রাগ পুষ্পরেণু দিল মাখাইয়া
মন্দ্রিল হাসির বাঁশী জুড়াইয়া তাপ দগ্ধ হিয়া.

অভিনব হরষ আবেশে
হেরে ধরা—বক্ষোমাঝে নব রবি
নব শিশু বেশে।

সেই নব রবি হ'তে বালারুণ কিরণের জ্যোতি
ধরার আনন পরে ফুটাইল মনোহর অতি
বিপুল পুলক হাস্য,—উদ্ভাসিয়া সর্ব্ব চরাচর
মধ্যাহ্ন আকাশে ক্রমে মহিমায় প্রদীপ্ত ভাস্কর
আরোহিয়া গৌরবের সপ্ত অশ্ব যুক্ত রথোপরে
জ্বালি আলো সপ্তদ্বীপা ধরণীর প্রতি ঘরে ঘরে
ভ্রমিল যশের নভে প্রাচী হ'তে প্রতীচির শেষ

বিরচিয়া দিকে দিকে নব নব আনন্দ আবেশ
অপূর্ব্ব সঙ্গীত ভরা মাধুরীর কিরণের ধার
ফুটাইয়া হৃদি পদ্ম মুক্ত করি আনন্দের দ্বার
অকুণ্ঠ অমৃতভরা ছন্দোলোক বৈকুণ্ঠের শোভা
প্রকাশিল বিশ্ব লোকে—কি অপূর্ব্ব কিবা মনোলোভা
অভিনব এ রবির—ছন্দোদ্যুতি আলোকে পুলকে—
লভিল নবীন জন্ম,—বিশ্বলোক মানসের লোকে।

সেই হতে বসুধার নব নব আনন্দের ধারা
হর্ষে ভাঙি আপনার অন্তরাল জন্ম গুহা কারা—
প্রসারিল দিকে দিকে।

পত্রে, পুষ্পে, শৈবালে শাদ্বলে
লতা তৃণে মহীরুহে, অন্তরীক্ষে, জলে কিংবা স্থলে
ধূসরের উসরেতে তটিনীর হর্ষ কলনাদে
বাল, বৃদ্ধ, যুবকের শোক দুঃখে হরিষে বিষাদে
তরুণ ও তরুণীর দেওয়া নেওয়া প্রাণ বিনিময়ে
সরম শঙ্কিত বুকে দুরু দুরু গুরু গুরু ভয়ে
বিরহের তপ্তশ্বাসে মিলনের মাধুরী মেলায়
প্রভাতের নবোন্মেষে—গোধূলির বিদায় বেলায়
দুঃখের আঁধার ঘন বিপদের দুর্য্যোগের রাতে
হাসির জোছনা ভরা জীবনের সুখ পূর্ণিমাতে
সৃজনের পূর্ণানন্দে—ভাঙনের ক্রন্দন মাঝারে

নব নব রূপ দিয়া

এই রবি সবে বারে বারে

নবীন করিয়া তোলে

কিরণের করাঙ্গুলি নিয়া

সুখে দুঃখে সীমাবদ্ধ

জীবনের অর্থখানি দিয়া

আপন ভাবনা স্রোতে অসীমের পারাবার পানে

নূতন করিয়া তোলে অভিনব মহা অর্থ দানে।

এ ধরার যত তুচ্ছ যত কিছু নাই আর আছে

যে মহা তমসা পারে এক সাথে সব মিশিয়াছে

সেই সে আনন্দলোকে আলোকের অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে

আপন বাণীর ছন্দে বন্ধহারা মহান সঙ্গীতে

—নিঃসীমের সেই পরপারে

কিরণ অঙ্গুলি দিয়া সঙ্কেত করিয়া বারে বারে

ডাকিল মোদেরে সবে—"শুন অমৃতের পুত্রগণ

তোমা সবাকার লাগি স্বর্গলোক করেছি রচনা

অমৃত সঙ্গীত দিয়া।

এস সবে নিঃশঙ্ক হৃদয়

নাহি জন্ম নাহি মৃত্যু নাহি হেথা জয় পরাজয়

নাহিক সমাপ্তি হেথা সমাপ্তির শেষে হেথা রবি

নব বেশে আমি পুনঃ আরম্ভের মহাবাণী লভি"।

সে ডাক শুনিয়া বিশ্ব চঞ্চলিল আনন্দ মুখর
পাষাণের কারা ভেদি স্বপ্ন ভাঙি ছুটিল 'নির্ঝর'
সীমার নোঙর ছিড়ি—এই রবি আলোকের বানে
ভাসিল 'সোণার তরী' পাল তুলি অসীমের পানে।

উড়িল 'বলাকা' সুখে নীল নভে মুক্ত পক্ষ মেলি
'মানসে'র রাজহংস স্বর্ণ পদ্মে সুখে করে কেলি
ফুটিল অসংখ্য ফুল নামহীন 'মহুয়া'র বনে
'বনবাণী' শিহরিল শ্যাম পত্রে সে শুভ লগনে
'বীথিকার' 'পত্রপুটে' ফোটে ফুল 'গীতির বিতানে'
বেজে ওঠে সপ্ত স্বরা আচম্বিতে শত লক্ষ তানে
'প্রভাতে ও সন্ধ্যার সঙ্গীতে'—'পূরবী'র অপূর্ব্ব আভাসে
'গীতের অঞ্জলি' ভরা—জগতের পূজা পুষ্প বাসে।

ধরণীর বক্ষোমাঝে যে রাগিণী আকুলি বিকুলি
আপন প্রকাশ লাগি ক্ষণে ক্ষণে উঠিত যে দুলি
আপন বুকের মাঝে গুমরিত অনন্ত উচ্ছ্বাস
অবিরত চাহিত যে আপনারে করিতে প্রকাশ
এই নব রবি উদি—পঁচিশের বৈশাখের নভে
রশ্মিজাল বিকিরিয়া অকথিত সেই বাণী সবে
প্রকাশিল আপনার সাত রঙা বর্ণবাণী দিয়া
গানে, গন্ধে, বাক্যে, ছন্দে রাঙাইয়া সর্ব্বলোক হিয়া।

অভিনব রবি হেরি সমুদিত পূরবের পারে
কেহ বা বিস্ময় মুগ্ধ—বাক্য হীন চাহে বারে বারে

কেহ বা সাজায়ে আনে সযতনে পূজা অর্ঘ্য ডালা
কেহ বা পরাল গলে বিজয়ের বৈজয়ন্তী মালা
দেশ কাল গেল ভুলি—ভুলে গেল স্বজাতি বিজাতি
শ্বেতে ও শ্যামলে মিলি—এক সূত্রে নানা পুষ্প গাঁথি
হাতে হাত মিলাইয়া মিলনের মহাতীর্থ তীরে
এই রবি কণ্ঠে সবে প্রীতি ভরে দোলাইল ধীরে
বরণের পুষ্প মাল্য—গাহিল যে 'জয়—তব জয়
হে রবি—! সাম্যের নভে—এই তব নব অভ্যুদয়।'

অতীতের যেই দিনে জন্ম লভি নব রূপে রবি
শুনাল নবীন ঋক্,—জীবনের মন্ত্রদ্রষ্টা কবি
প্রচারিল সাম গাথা উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরে
বাঁধিল প্রেমের রাখী প্রাচী আর প্রতীচির করে
আজি সেই পঁচিশে বৈশাখ
উদাত্ত সাম্যের মন্ত্রে সবাকারে দিয়ে যায় ডাক।

গুরু মহাশয়

আমি তোমারে প্রণাম করি
কাণ্ডারী তুমি—সুপথে চালিছ
শিশুর মানস তরী।

সত্যই তুমি গুরু মহাশয়
সব থেকে সেরা—মহান আশয়
তীর্থের ফল মিলে—যবে তব
ও দেব মূরতি স্মরি
আমি তোমারে প্রণাম করি।

আটচালা মাঝে সদানন্দ মনে
সদা রত আছ বিদ্যা বিতরণে
আত্ম দানের মূরতি যে—নব
দধীচির রূপ ধরি।

পর হিত ব্রতে ভুলি ধন মান
নিঃশেষে জীবন করিতেছ দান
আত্ম ত্যাগের পূত হোমানল
জ্বেলেছ জীবন ভরি
আমি তোমারে প্রণাম করি।

কমলার কৃপা—নাহি অভিলাষ
ধনীর দুয়ারে নহ তুমি দাস

বাণীর পূজারী—জ্ঞানের প্রসাদ
সবারে দিতেছ ধরি
আমি তোমারে প্রণাম করি।

আভরণ হীনা কমলার করে
তেতুঁলের ঝোল অমিয় বিতরে
রাজ ভোগে আশ—নাহি সে বিলাস
তাতেই উদর ভরি।

তুমি আমাদের বাস বড় ভাল
কুঁড়ে ঘরে বসে জ্ঞান দীপ জ্বালো
শিশু-মনোদীপে মন্দির আলো
জ্বালিলে যতন করি
আমি তোমারে প্রণাম করি।

ধনী, মানী, দাতা হোক যত হয়
তব দানে কেহ গণনীয় নয়
নাহি পরিমাণ—অমিয় সমান
সতত পড়িছে ক্ষরি—
গরিমা, গৌরব যশ, অহঙ্কার
স্বকৃতি সৌরভ—যা কিছু আমার
এ দীন চিত্তের যত নমস্কার—
চরণে পড়ুক ঝরি
আমি তোমারে প্রণাম করি।

———

কিশোর

হে অশান্ত সাগরের
আনন্দ চঞ্চল
লীলায়িত তরঙ্গ চপল
হে কিশোর দল।

হে সংসার নন্দনের
পারিজাত ফুল
সুগন্ধ আকুল
হে সৌরভ সমীরিত
বসন্ত পবন
প্রাণ সঞ্জীবন
সদানন্দ গতি নিয়ে স্বভাব সরল
সবাকার আগে আগে চল
হে কিশোর দল।

হে নবীন হে চির সুন্দর
সদা শুচি সুশুভ্র অন্তর
হে চঞ্চল,—ধরণীর স্নেহের দুলাল
ভেদ করি
পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল

যত কিছু মিথ্যা-বাধা
তুচ্ছ অভিমান
চলো আজ করিতে সন্ধান
মুক্তির অমিয় উৎস
আনন্দের কণা
এই তব জীবনের অক্ষয় সাধনা।

হে সুন্দর
হে পবিত্র নিঃশঙ্ক নির্ভীক
পৃথিবীর প্রথম পথিক
ছুটে চল অগ্র পানে
আনন্দ চঞ্চল
পদ দাপে—পথ বাধা
ঘুচুক সকল
ভেদ করি অন্তহীন
রহস্যের গোপন পাথার
জয় কর বিশ্ব পারাবার।

হে অশান্ত—হে চঞ্চল
পূর্ণ প্রাণরসে টলমল
চিত্ত তব—হোক নিত্য
সত্যে সমাসীন
সিন্ধু সম বাধা বন্ধ হীন।

অমৃত আস্বাদ লভ—হও মৃত্যুঞ্জয়
জাগ্রত—স্বাধীন মুক্ত
অপূর্ব্ব অক্ষয়
চূর্ণ কর—ছিন্ন কর—মিথ্যা মোহ পাশ
সহস্র দলেতে পূত
প্রাণ পদ্ম—লভুক বিকাশ।

নিমাই

স্বার্থজ্বর ঘোরে-ধরা বকিতেছে শাস্ত্রের প্রলাপ
অভিচার, ব্যাভিচার, তন্ত্র-মন্ত্র, চিকিৎসা কলাপ
যতই বাড়িয়া চলে
তত বাড়ে বিকারের জ্বালা
ধরণীর স্নায়ুতন্ত্রে মারণের বিষবাষ্প ঢালা।

তৃপ্তি নাই—শান্তি নাই
হেন কালে তুমি হে নিমাই
শচী গর্ভ সিন্ধু হ'তে
প্রেম সুধা কুম্ভ কক্ষে করি—
উদিলে মাহেন্দ্র ক্ষণে
ভব রোগ দম ধন্বন্তরি।

অচৈতন্য বিশ্বে তুমি শ্রীচৈতন্য নব অবতার
মহা চেতনার বাণী
প্রেম মন্ত্রে করিলে প্রচার,
প্রেম গাথা সংকীর্ত্তন সুধারস দানে
সর্ব্বতাপ জুড়াইলে—
সব জ্বালা করিলে যে দূর
নব প্রেম রসায়নে—প্রেমের ঠাকুর।

বুঝে ছিলে জ্ঞান দৃপ্ত হৃদয়ের মূঢ় অহঙ্কার
সে কেবল আপনারে করিতে প্রচার
তাই অবহেলে
ধূলি মুষ্টি সম তারে দূরে নিক্ষেপিলে।

তুমিই বুঝিয়াছিলে ধরণীর ধূলির মহিমা
তাই হে বিরাগী
শুচি শুদ্ধ সেই তব স্বর্ণ তনু খানি
ধূলায় লুটাত তারি লাগি,
শাস্ত্রের সহস্র জটাজুট ছিন্ন করি ভগীরথ সম
প্রেম গঙ্গোদক
তুমিই আনিলে মর্ত্তে পতিত পাবক।

পাগলের মর্ম্ম কথা পশেছিল প্রাণে
তাই হে পাগল
ঘরে ঘরে সৃজিয়াছ
নব, মুক্ত পাগলের দল।

যে পরম তৃষা লাগি বিশুষ্কা বসুধা
পানাতুর দীর্ণকণ্ঠে পিপাসার ক্ষুধা
জেগেছিল ওষ্ঠপুটে মন উচাটন
করুণার অবতার হে শচীনন্দন
প্রেমের সাগর মথি সে পরম সুধা
ধরণীর তৃষা হরা
সেই চির অনর্পিত ধন
কণ্ঠে কণ্ঠে করিলে বণ্টন।

গুরুত্বের গরিমারে দূরে পরিহরি
সখা প্রেমানন্দে তুমি
যে সঙ্গীত সবাকার কণ্ঠে দিলে তুলে
তাই আজও রৌদ্র দগ্ধ ধরণীর কূলে
সিক্ত করি রাখিয়াছে
শান্তি বারি দানে—
রচেছে শীতল ছায়া মধুর কল্যাণে।

বিশ্ব মানব তুমি বিশ্ব ভ'রে ভেবেছিলে—'ভাই'
তাই সবে সম অধিকারে
সমভাবে কোলে দিলে ঠাঁই।
পতিত পাবন তাই
পার নাই—
পতিতেরে ঘৃণা করিবারে
পতিতের ভগবান

বক্ষে তব জাগিয়া উঠেছে বারে বারে
তাহারই আহ্বান
সবাকার বুকে বুকে স্বজিয়াছে প্রেমের তুফান।

সে প্রেমে ভাসিয়া গেল
রাগ দ্বেষ হিংসা কুটিলতা
বুকে বুকে যত আবিলতা
জাগরিত হ'ল বিশ্বে অভিনব প্রেমের জগৎ
বিশীর্ণ প্রান্তর, রুক্ষ মরু ও পর্ব্বত
উদ্ধত কান্তার রূঢ় ক্লান্তি লেশহীন
প্রেমের পরশ রসে হইল নবীন।

কে বলে মানব নহ এই পৃথিবীর
অবতার রূপে
কোন স্বর্গ হ'তে নাকি এসেছিলে নামি
নাহি জানি আমি।
এই শুধু বুঝি—
তুমিই মানব—তুমি মানবের ভাই
মানবের লাগি কাঁদিয়াছ—কাঁদায়েছ
তাই আজি নর রূপে পূজি।

হিংসা অস্ত্রে বিখণ্ডিত
বিভক্ত এ ধরণীর মাঝে
মানবের ব্যথা নিয়ে—মানবের সাজে

এস পুনঃ মানব কল্যাণে
তোমার সে নিরমল প্রেম সুধা দানে
সঞ্জীবিত করি তোল
সর্ব্ব শান্তি হারা
স্বজাতি শোণিত লিপ্ত
অভাজন—যত অভাগারা
আবার ভুলিয়া যাক্—যত জ্বালা, যত পাপ তাপ
আবার লভুক ক্ষমা
মুছে যাক সর্ব্ব অভিশাপ,
তোমার প্রেমের নীরে করি মুক্তি স্নান
নূতন জীবন পথে হো'ক আগুয়ান।

মিলন গীতি

সুরধুনী কূল করিয়া আকুল উড়ায়ে গগনে ধূলি
অনুরাগ ভরে পাষণ্ড পামরে প্রেমে করি কোলাকুলি
নাম বিলাইয়া যেতেছ গৌর নবদ্বীপের পথে
কোটী নর-নারী প্রেমেতে বিহ্বল চলিয়াছে সাথে সাথে
অযুত মৃদঙ্গে গম্ভীর ধ্বনি—অম্বরে বেজে চলে
ভক্তেরা মিলি হুঙ্কার তুলি হরি হরি হরি বলে।

নবদ্বীপ পতি চাঁদকাজী কাছে কহিল সে একজন
জাঁহাপনা—আজ কাফেরেরা বুঝি করিতে আসিছে রণ,
তুমুল সে রণবাদ্যের সাথে হুঙ্কার শোনা যায়
দল বল সহ আসিছে নিমাই মত্ত হাতীর প্রায়।

সাথে সাথে তার যোগ দেছে আর নিতাই সে সেনাপতি
খুব হুঁসিয়ার—গোঁয়ার সর্দ্দার পাষণ্ড সেটা যে অতি,
ধর্ম্ম হিঁদুর, ধর্ম্ম মোদের দিল সব রসাতল
হুকুম করুন জাঁহাপনা—দিই যোগ্য সে প্রতিফল।
দূতের বচনে ছুটিলেন কাজী সাজায়ে সমর ঠাট
হাজার হাজার যবন সেনায় আগুলি দাঁড়াল বাট
বাজিছে মৃদঙ্গ বাজে মন্দিরা কাংস্য ও করতাল
হরে কৃষ্ণ হরে হরি হরি বলি নাচে গোরা উত্তাল
নাচে সংখ্যাতীত শিশু, নারী, যুবা নাচে ভকতের দল
নাচে বৃক্ষলতা কীটাদি পতঙ্গ নাচে জাহ্নবীর জল।
সহসা থামিল গমনের স্রোত শৈলে তটিনী প্রায়
কি হ'ল কি হ'ল বলিয়া গৌর সবার আগেতে ধায়।
এদিকেতে কাজী হেরি আয়োজন হেরি নব রণ সাজ
অবাক হইয়া আছে দাঁড়াইয়া ভুলিয়া আপন কাজ।
একি উন্মাদনা এ কি শিহরণ নামেতে একি এ জোর
বীরের শোণিতে লাগিল চকিতে কি এক স্বপন ঘোর।
বিস্ময়ে কাজী আছে দাঁড়াইয়া উন্মনা বিহ্বল
হেরি অপরূপ এ দৃশ্য মহান নয়নে ঝরিছে জল।

প্রেমাম্বুদ ভরা প্রাণ-মন-হরা হাসি হাসি গোরা যায়
প্রেম সকরুণ অরুণ নয়নে কাজী মুখ পানে চায়।
দু বাহু বেড়িয়া করি আলিঙ্গন কহিলেন গোরাচাঁদ
হে দাতা মহান আজিকে দীনের পুরাইতে হবে সাধ।
জুড়াইয়া প্রাণ গাব নাম গান—বাধা না মানিব কিছু
দেহ আজ্ঞা মোরে! শুনি চাঁদকাজী মাথাটি করিল নীচু।
হাত হ'তে তাঁর খসি তরবার পড়িয়া গেল যে ভূমে
বুকে এস ধন—পরম রতন বলিয়া গোরারে চুমে।
সাধু চাঁদকাজী লভিয়া পরশ হইল আপন হারা
দুচোখে তাহার আবেশ ঘনায় বহে শ্রাবণের ধারা
মানস নয়নে দেখিলেন কাজী যেন নিমায়ের বেশে
প্রভু মহম্মদ প্রেম বিলাইতে এসেছে কাফের দেশে।

ভক্তেরা গাহে—হরে কৃষ্ণ হরে উদাত্ত গম্ভীর স্বর
শুনিছেন কাজী 'লা ইলাহি আল্লা'—আল্লা হো আকবর
ইলাল্লা ইলাল্লা হরে কৃষ্ণ হরে স্বরে কোন ভেদ নাই
নামের আওয়াজে নামাজের ধ্বনি শুনিতে যেন গো পাই।

বিস্মিত কাজী মুর্চ্ছিত কাজী, কম্পিত থর থর
ধূলা পরে দেহ লুটাইতে গোরা ধরিল বুকের পর।
হরি হরি হরি—লা ইলাহি আল্লা দুই সুরে এক গান
আলিঙ্গনে বাঁধা দুটি হৃদি এক হিন্দু ও মুসলমান।
জনে জনে জনে বুকে বুকে বাঁধা বাধিল প্রেমের রণ
বেহেস্ত হইতে হুরীরা মাথায় করে ফুল বরিষণ।

ইলাল্লা ইলাল্লা লা এলাহি আল্লা—আল্লা হো আকবর
হরে কৃষ্ণ হরে হরি হরি ধ্বনি—স্বরেতে মিলিল স্বর।
সে স্বর লহরী দশদিক ভরি ছাপায়ে ধরণী কূলে
ত্রিলোক প্লাবিয়া বহিল ছুটিয়া খোদার চরণ মূলে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া সে স্বর গোলোকে পশিল আসি
গোলোক পতির অধরে জাগিল মিলন মধুর হাসি।
সে দিন ভারতে যে সুরে বাজিল—যে মহা মিলন গান
এস গাহি মোরা—সেই তানে পুনঃ হিন্দু ও মুসলমান।
যতেক বিভেদ বিদ্বেষ সব—পিছনে পড়িয়া থাক্
একের রাগিনী ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া হৃদয়ে বহিয়া যাক্।

আফ্‌শোষ

কারে তুই বলবি রে মন—কেই বা তোর কথা শোনে
আপন নেশায় বিভোর জগৎ চলছে সবাই আপন মনে।
কোন বনেতে ফুটল কুসুম কোন ফুলে বা জুটল অলি,
কোথায় মলয় যায় বহে যায় বিরহী কার বক্ষ দলি,
কোন ঘরেতে জোছ্‌না মালা
কার বুকে বা বাড়ায় জ্বালা
চোখের জলে সাজিয়ে মালা কেবা মিলন স্বপ্ন বোনে
আপন নেশায় মাতাল জগৎ—এসব কথা কখন শোনে।

কোন বিধুরা জাগছে বসি সাথী হারা একলা রাতে
প্রিয়ের আসার গণছে যে দিন জপের মালা নিয়ে হাতে
কার কুঞ্জে বা বাজল বাঁশী
কোন মুখেতে ফুটল হাসি
কে কার গলায় মিলন ফাঁসী পরায় কোথায় সঙ্গোপনে
বৃথায় বকিস্ এসব কথা কাজের জগৎ কখন শোনে !
সারাটি দিন আপন মনে মনের কথা বলিস্ যদি
ভাবিস্ বুঝি তেমনি জগৎ—মিলবে রে তোর দিল্ দরদী
পথের পাশে পাগল বলে
উপেক্ষায় সব যাবে চলে
কেউ বা ভুলে—চরণ তলে দলবে রে তোর অকারণে
অবহেলার ব্যথার আগুন জ্বলবে বুকে ক্ষণে ক্ষণে।

অভিযোগ

ওগো মহা ন্যায়বান
একি অভিনব একি লীলা তব
একি তব সুবিধান ?
তব দান লভি নিয়ত যাহারা
রাখে না তোমার মান
তুমি নিতি নিতি দুহাত ভরিয়া
তাদেরই করিছ দান

বুঝি নাকো ন্যায়বান
একি তব সুবিধান ?

প্রাসাদে প্রাসাদে ভোগের পণ্য
হেলাতে ধূলায় লোটে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে মুষ্টি ভিখারী
এক কণা নাহি জোটে
জীবন পাত্র ভরিয়া যাদের
ছাপায়ে পড়িছে ঝ'রে
তার পাশে পাশে পিপাসাখিন্ন
কণ্ঠ শুকায়ে মরে।

বিভবের স্রোত বিলাস লীলায়
ফেলিয়ে ছড়ায়ে উপচিয়া যায়
তৃষিতের মুখে এক বিন্দু তার
তবু না করিবে দান
একি তব সুবিধান ?

পরিপূর্ণ সুখ হাসি ভরা মুখ
আনন্দে উজল গেহ
তার পাশে দুটি ম্লান চোখ ভাসে
ফিরে না তাকাবে কেহ
মদ ক্ষিপ্ত আঁখি বল দৃপ্ত বুক
গর্ব্ব স্ফীত নাসা ঘৃণা তিক্ত মুখ
দীনের বেদনে উদাস, কঠিন

পাষাণে গঠিত প্রাণ
পলে পলে যারা তোমার দানের
করিছে অসম্মান
ভ'রে হাত ছুটি তুমি মুঠি মুঠি
তাদের করিছ দান।

একি তব সুবিধান—
ওগো দাতা সুমহান ?

তোমার দানের কণা পেলে যাদের
বুকে প্রাণ ভ'রে ওঠে
ধমনী বাহিয়া জীবন প্রবাহ
লহরে লহরে ছোটে
ক্ষুধাতুর কণ্ঠে কাঁদে তারা দীন
নিদ্রিত তুমি সদা উদাসীন
হে চির বধির নির্ব্বিকার স্থির
শ্রবণে পশে না তান
এ কি তব সুবিধান ?

এদিকে সবল বিচারক সাজি
বিচার আসনে বসি
ছুরবল পরে উদ্যত করে
স্বার্থ শাণিত অসি
যূপদারু-মূলে ছাগ শিশু প্রায়
অসহায় সেথা কেঁদে মরে যায়

নীরবে নিঃশেষে হৃদয় শোণিত
খর্পরে করে দান।

সে পাপ আসনে বিচারক সহ
বিচার গৃহের চূড়া
তব রুদ্র রোষ—অশনি হানিয়া
করে না ত গুঁড়া গুঁড়া
সেই অনাচার—মিছা সে বিচার
ঘটে না ত অবসান
একি তব সুবিধান
হে মহান ন্যায়বান ?

পৃষ্ঠ যেখানে বেত্র ব্যাকুল
নেত্র সতত রোদনে আকুল
সেথা যদি কাণে নাহি বাজে তব
অভয় বাঁশীর তান
একি তবে সুবিধান ?

রক্ত পিপাসু দানব যেখানে
ধরারে শোষিছে হায়
প্রসূতি বক্ষে সন্তান কাঁদে
স্তন্যের পিপাসায়
যেথা পাপ তাপ অনাচার রাশি
তব সুবিধান ফলিতেছে গ্রাসি

সেথা চিরকাল নিদ্রিত তুমি
রহিবে কি ভগবান
ব্যথিত রোদনে টলিবে না প্রভু
তোমার আসন খান্
একি তবে সুবিধান ?

ঘুচাতে ধরার পাপ তাপ রাশি
এস নব বেশে সংশয় নাশি
দিকে দিকে পুনঃ প্রচারিত হোক্
তব নীতি সুমহান
মুরলীতে তব উঠুক বাজিয়া
মহা সাম্যের গান
ওগো মহা ন্যায়বান।

বজ্রবাণী

নয়কো কেবল চাঁদের আলো
ফুলের হাসির বান
প্রিয়ার চোখের দৃষ্টিপাতে
চম্‌কে ওঠা প্রাণ
এসব এবার হউক অবসান।

আমার বীণার ছিন্ন তারে
বাজুক তাদের গান
দহিছে যারা পলে পলে
সহিছে মৃত্যু সহিছে অপমান।
কণ্ঠে যাদের নীরবতা
জানাতে বেদন শেখেনি কথা
আনত শিরে বহিছে ধীরে
সকল ব্যথা সকল অসম্মান
আমার বীণায় বাজুক সে সব
সব হারাদের গান।

জীবনে যাদের সকল দিকে
ঘটিতেছে পরাজয়
ম্লান হাসি হেসে দুঃসহ দহন
অকাতরে যারা সয়
কণ্ঠে মরণ ফুলের মালা
বক্ষে লক্ষ নাগের জ্বালা
সহে সহে যারা নীরবে নিঃশেষে
জীবন করিছে দান
আমার বীণায় রুদ্র তানে
বাজুক তাদের গান।

করালী কালীর পূজা আয়োজনে
যারা—বলি উপচার

যুগে যুগে শোধে না জানি কি ঋণ
দিয়া শোণিতের ধার
সে সব মূঢ় অবোধতরে
মোর—বীণায় যেন আগুন ঝরে
জীবন ভ'রে দীপক সুরে
বাজুক বজ্র তান
চাঁদের আলো—ফুলের মধু
হউক অবসান।

বীণাপাণি! মিঠে সুরের
বীণাখানি আয় মা ফেলে
বুকের বীণায় দে মা এবার
প্রলয় সুরের আগুন জ্বেলে
অলস, অবশ, আত্মভোলা
ভীরুর বুকে লাগুক দোলা
তাদের প্রাণে বেজে উঠুক—
বজ্রবাণীর তান,
মূঢ়তা তাদের জড়তা তাদের
হউক অবসান।

করেতে আমার তুলে দে মা তোর
বজ্র বাঁশরী খান্।

তাণ্ডবে কি মেতেছে শঙ্কর ?

ওগো নটরাজ ! শোণিতে কি তব
জেগেছে প্রলয় বান
তাণ্ডবে তব সৃষ্টিরে প্রভু—
করিবে কি খান্ খান্ ?

বাজিছে বিষাণ বাজে ডমরু
বিশ্ব কাঁপিছে দুরু দুরু দুরু
প্রলয় নাচন বুঝি হ'ল সুরু
ধ্বংস কি আগুয়ান ?

উত্তাল পদতলে কি জেগেছে
প্রলয়ের অভিযান ?

ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বালা ললাটে তোমার
লট্‌পট্ জটাজুট
বহ্নি দশন ফণী—ফণা মেলি
লেহিছে ওষ্ঠ পুট

প্রলয় বাদ্য তাথিয়া তাথিয়া
ভূত প্রেত দল উঠেছে মাতিয়া
প্রমত্ত চরণ তাড়নে আজি কে
ধরণী টলায় মান

রুদ্র নটনে নটরাজ কি গো
ছুটেছে বাসনা বান ?
চিতার ভস্ম অস্থি এবং
কঙ্কাল দিয়ে ঘেরা
পোড়া ধরণীর ঊসর বুকেতে
কে আজ ফিরিছে এরা ?
পেটের জ্বালায় ক'রে কোলাহল
মানুষ—না এরা প্রমথের দল
শীর্ণ হাতের ইঙ্গিত দিয়ে
কারে করে আহ্বান
এদের সভাতে এবারে কি তব
নাচনের অভিযান ?

চারিদিকে ভীতি মরণের ত্রাস
জীবনেরে যেন করে উপহাস
মরণ পর্ণপুটে নাভিশ্বাস
ভরিয়া এনেছে জরা
অঞ্জলি ভরি করিতেছে পান
হে রুদ্র তোমার সে মরণ দান
বিষ বিলোচনা বিবশা পরাণ
ঢলিয়া পড়িছে ধরা।
চারিদিকে বাজে মরণ মাদল
নর করোটির খটমট্ বোল

ওগো প্রমথেশ, হ'ল বুঝি শেষ
স্বজনের আয়োজন
হে শঙ্কর ভব—তাই বুঝি তব
তাণ্ডব আয়োজন ?

রিক্ত ওরে সর্ব্বহারার দল

রিক্ত—ওরে সর্ব্ব হারার দল
জীবন ভ'রে এমনি করে
কাঁদবি কি কেবল ?

শীর্ণ বুকের পাঁজর ভেদি
ফেলবি শুধু দীর্ঘশ্বাস
রুদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁড়ে
করবি কেবল হা হুতাশ ?

শুষ্ক আঁখির কোটর হ'তে—
নয়কো শুধু অশ্রু জল
মৃত্যু মলিন চোখের তারায়
অভিযোগের জ্বাল্ অনল।

জীর্ণ পাঁজর সিক্ত করি
নয়কো কেবল অশ্রুজল।

পেলি যতেক দুঃখ তাপ
নির্যাতন আর অবিচার
বজ্র বেগে বলরে হেঁকে
হে ভগবান্ ! চাই বিচার।

বেঁচে থাকার অধিকারে
গগন ফাটা হু-হুঙ্কারে
বিশ্বনাথের আসন খানি
কেঁপে উঠুক টলমল
হাত পেতে আর চাস্‌নে কিছু
মিলবে না তায় কোন ফল।

নীল কণ্ঠেরই চেলারা সব—
মৃত্যু গরল আয়-পিয়া
বিশ্বে সে বিষ ছড়িয়ে দিয়ে
নাচরে থিয়া—তা-তা-থিয়া

অভিশাপের অনল পাতে
দীর্ঘ শ্বাসের ঝঞ্ঝাবাতে
উঠুক জ্বলে বিধির বিধি
যাক্ রে সৃষ্টি রসাতল
আয়রে রিক্ত—আয় প্রমত্ত
আয়রে সর্ব্বহারার দল।

জীবন,—ওরে চোখের জলে
জীবন কোথা খুঁজে পাবি

মহাকালের দরবারেতে
জোরসে জানা বাঁচার দাবী

বল্ হে নিঠুর তোমার ভবে
আমাদেরও বাঁচতে হবে
চাই গো মোরা সে অধিকার
চাই আমাদের সে সম্বল
লুট ক'রে তা কেড়ে নিবি—
আয়রে সর্ব্বহারার দল।

বেছে বেছে নে কেড়ে নে
উজাড় করে শিবের ঝুলি
শবের বুকে শিব জাগানো
মরণ জয়ের মন্ত্রগুলি

রিক্ত বুকের শ্মশানেতে
মুক্তি যোগের আসন পেতে
অভীঃ মন্ত্রে দে রে জ্বেলে
রুদ্র তপের হোমানল
আয়রে রিক্ত—চির মুক্ত
আয়রে সর্ব্বহারার দল।

শক্ত মানুষ চাই

শক্ত মানুষ চাই
ধর্ম্মেতে ধীর কর্ম্মেতে বীর উন্নত শির ভাই।
ঝড় বাদলে—ঝঞ্ঝাবাতে
বিঘ্ন বাধার বিপৎপাতে
দুঃখ ভীতির কশাঘাতে
ভ্রূক্ষেপও তায় নাই
ধর্ম্মে অটল কর্ম্মে সবল
শক্ত মানুষ চাই।

স্তুতি নিন্দায় টলবে না কো
অটল হিমাচল
চোখে আশা বুকে সাহস
দু বাহু সবল
মহিমময় মনের তলে
ত্যাগের মণি দীপটি জ্বলে
কর্ম্মানুরাগ টিপটি ভালে
শোভা পায় সদাই
কর্ম্মে অটল—শক্ত সবল
এমনি মানুষ চাই।

দু'পাশ দিয়ে চলবে বয়ে
জীবন মরণ বান

আসবে নাকো অশ্রু চোখে
কাঁপবে না কো প্রাণ
মরণ জয়ী বীরের মত
জীবন রণে রইবে রত
পিছন ফিরে চাইবে না ত
হবেই আগুয়ান
ও তার কাঁপবে নাকো প্রাণ
কর্ম্ম শেষে আসবে ছুটি
জয় গৌরবে পড়বে লুটি
ধ্রুব সিদ্ধির বিজয় মালা
বুকে পাবে ঠাঁই
এমনি দৃঢ় নিষ্ঠাব্রতী শক্ত মানুষ চাই।

মোরা মানুষ কিসে বল

মোরা মানুষ কিসে বল।
মানুষ বলে দিই পরিচয়
এ যে মিছে ছল।

মোরা—কেউ বা হিন্দু কেউ মুসলমান
কেউ বৌদ্ধ—কেউ খৃষ্টিয়ান
হানাহানি বিভেদের বান
জ্বালায় বুকের তল।

ভাইয়ের বুকে আর একটি ভাই
মানুষ রূপে পাচ্ছে না ঠাঁই
মানুষ বলে তবু সবাই
করছি কোলাহল
মানুষ যদি হ'তাম মোরা
পড়ত চোখের জল।

ঘুচে মিছে নামের বাধা
মুছে মোহ ধূলি কাদা
প্রাণে প্রাণে হোক্ রে বাঁধা
প্রেমের ই শৃঙ্খল
নইলে শুধু নামেই মানুষ
খোলসটি সম্বল।

বিশ্ব মানবতার মাঝে
নূতন করে জন্ম নে রে
সত্যিকারের মানুষ বলে
আসল পরিচয়টি দে রে
একই ধরা মায়ের কোলে
মানুষ সাথে মানুষ মিলে
কোলাকুলি কর সকলে
জন্ম হোক্ সফল
নইলে—অসীম মানুষ সীমার মাঝে
বেঁচে বা কি ফল ?

মাটির দুলাল

মাটির দুলাল—এবার তোরা
মাটী গায়ে মাখ্
ধার করা বাস—আতর সুবাস
দূর হ'য়ে সব যাক্।
সভ্যতার ঐ পোষাকগুলি
একে একে আয়রে খুলি
এবার আদুল দেহে আপন গেহে
মায়ের কোলে থাক।

বাংলা মায়ের মাটির ছেলে
আয়রে ফিরে মাটির কোলে
মিছে কেন খেটে মরিস্
গোলাম খানার পাঁক।
তুচ্ছ নয় ভাই মোদের মাটি
এযে—মায়ের চরণ-ধূলি খাঁটি
এই—হরিচন্দন পরিপাটী
তোদের অঙ্গে শোভা পাক্।
মনের যত ময়লা মাটি
আপনি ঝ'রে যাক্।
কোমল মাটির শ্যামল বুকে
বিরাম শয়ান পাতরে সুখে

মাটির শরীর দিনের শেষে
মাটিয় মিশে থাক্
এই—খাঁটি সোনার মতন মাটি
মাথায় ধ'রে রাখ।

আমরা কিষাণ আমরা মজুর

আমরা কিষাণ আমরা মজুর, জেলে, জোলা, তাঁতি মৎস্যজীবী
কে তোরা দস্যু মোদের শ্রমের অর্জ্জিত ধনে কে ভাগ নিবি ?
কাঠ ফাটা রোদে তেতে পুড়ে মরি সহি পেট ফাটা ক্ষুধার জ্বালা
খোলা মাঠে ভিজি বৃষ্টির ধারে সকাল সন্ধ্যা দুইটি বেলা।
শীতের তুহিনে জমে যায় হাড় বুকের রক্ত হয় যে জল
তবে দুই মুঠি ফসল লভি যে রুদ্র শ্রমের ক্ষুদ্র ফল।
তাতে দানবের লোভাতুর দিঠী—এ মোরা কখনও স'বনা আর
রুদ্র কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিব এ অত্যাচারের চাই বিচার।
মোদের জীবন মরণের পরে নেমে আসে যুগ সন্ধিক্ষণ
কে রোধে মোদের অগ্র গমনে কে রোধে মোদের আন্দোলন।

ধনীর দুরাশা, বণিকের লোভ,—পুঁজিপতি চায় সর্ব্বগ্রাস
শোষিয়া লইছে বুকের শোণিত—চুষিছে মোদের হাড় ও মাস।
কল কারখানা আমরা গড়েছি খেটেছি সারাটি জীবন ভোর
শ্রমের শক্তি কমিলে দেখি যে বন্ধ হ'য়েছে সকল দোর।
মালিক তখন ভিখারী করিয়া তেড়ে দিবে পথে হায়রে হায়
নাহিকো অন্ন নাহি আশ্রয় পথে অনাদরে প্রাণ যে যায়।

মোদের বুকের পাঁজরার হাড় আঘাতে আঘাতে করিয়া চুর
মোদের শোণিত বনিয়াদ গাঁথা ঐ যে প্রাসাদ উচ্চ চূড়
তাহার একটি কোণেতে আমরা আজিকে তিলেক পাব না ঠাঁই
হেন অত্যাচার জোর ও জুলুম কভু না আমরা সহিতে চাই।
এ বিধি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া আমরা গড়িব নব বিধান
আমরা কিষাণ আমরা মজুর—তাই চালায়েছি এ অভিযান।

মন্বন্তরেও মরিনি আমরা শমনের সাথে দোস্তি করি
বন্যার প্লাবন অকাল মৃত্যু, মহামারী সাথে কুস্তি লড়ি।
রক্তনেত্র শক্তিদম্ভের উদ্যত রোষে করিনা ভয়
কামনা দানব দাগুক কামান—আগে চল কুছ্ পরোয়া নয়।
আণবিক বোমার উপাদানে গড়া—সবল শক্ত মোদের মন
কে সে পরজীবী দস্যুর দল কেড়ে নিতে চায় শ্রমের ধন?
দধীচির হাড়ে গড়া দেহখানি কুলিশ কঠোর দুবাহু ভাই
সত্য ন্যায়ের অস্ত্র করেতে এ জগতে মোরা কারে ডরাই?
সব দিয়ে মোরা ফতুর হ'য়েছি জগতে সর্ব্বহারার দল
শুষ্ক এ চোখে বহ্নি জ্বলিছে নয়কো কেবল অশ্রুজল।

আসুক মৃত্যু, আসুক ধ্বংস, বহুক ঝঞ্ঝা প্রলয় বান
টলিব না মোরা—ভুলিব না কভু সত্যের পথে এ অভিযান।
নূতন যুগের নবীন জগতে ওরে নব অভিযাত্রী দল
মরিতে মরিতে বাঁচিবার পথে চল সবে ভাই এগিয়ে চল।

শুন হে মানুষ ভাই

শুন হে মানুষ ভাই
একদা হেথায় বেজে ছিল বাঁশী
আজিও শুনিতে পাই
'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

তবে আর কিবা ভয়—
ধরাতে দেবতা নাহি প্রয়োজন
গাহি মানুষের জয়।
কোথা সে মানুষ—কোথায় নিবাস
কোন ধরণীর পরে
অথবা সে কোন কল্পনা ঘেরা
স্বরগে বসতি করে
'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই—'
কবি মানসের স্বপ্নের ধন
হায় কোথা দেখা পাই?

হেথা মানুষের হাটে
সত্য মানুষ—সন্ধানে ফিরি
ব্যথায় হৃদয় ফাটে
হায়! হায়! হরি হরি,

মানুষের মাঝে মানুষ খুঁজিতে
আজি যে লাজেতে মরি।

হেথায় হেরিনু মানুষের বেশে
দ্বিপদ শ্বাপদ কুল
ধরণীর বনে গরজি ফিরিছে
চিনিতে হয় যে ভুল
বাঘের চেয়েও ভীষণ ইহারা
নাগের চেয়েও খল
হিংস্র নয়নে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বালা
জ্বলিছে বিষমানল
খরধার ময় নখর দশন
শাণিত সে খরসান
স্বজাতি শোণিত পিয়াসী লোলুপ
রসনা যে লেলিহান।

ভাইএর বুকেতে ভাইয়ে ছুরি হানে
কামড়ি ধরিছে টুঁটি
নারী মাংস লোভে নর কুকুরেরা
করিতেছে ছুটাছুটি।

দংশিছে পরস্পর
আদিম যুগের যেন সে নর
বন্য ও বর্ব্বর।

হেথা হেরিয়াছি ধরেছে দানব
দেবের ছদ্মবেশ
সেবকের হাতে পূজা নেয়—পুনঃ
ঘাড় ভেঙে করে শেষ।

সদা অনুগত সেবকে দেখেছি
চরণে বুলাতে হাত
তারাই প্রভুর বুকে পুনঃ হানে
আঁধারে অস্ত্রাঘাত।

রক্ষক সাজি ভক্ষক কত
ত্যাগের ভেকটি নিয়া
মনের গোপনে ভোগের ছুরিটি
শাণায়—আড়াল দিয়া।

দেখে বুক ফেটে যায়
মানুষের মাঝে মানুষের সাজে
কাদের দেখি এ হায়!

মানুষের বুকে হেরি যে হিংসা
হয় না তাহার তুল
মানবতা বাঁধ ভাঙিয়া ডিঙায়ে
ছাপায়ে গিয়েছে কূল।

মানুষে হেরিয়া লজ্জাতে আজ
বাঘ লুকায়েছে বনে

নাগেরা বিবরে মাথাটি গুঁজিয়া
রয়েছে সঙ্গোপনে।
কি আর বলিব বল্
ব্যবহারে আজি হার মেনে গেছে
হিংস্র পশুর দল।

শুন হে মানুষ ভাই,
মানুষের দেশে মানুষের বেশে
যাদের দেখিতে পাই
বলিতে পার কি মাথা উঁচু করি
বুকেতে রাখিয়া হাত
যাঁরা গেয়েছেন—'মানুষ সত্য'
এরাই তাঁদের জাত ?
শত শত যুগ বাহিয়া আসিছে
যেই মানবতা ধারা
কোন বালুচরে ঠেকিয়া শুখায়ে
হায় তা হয়েছে হারা
কোথা বুদ্ধের অহিংসার বাণী
মৈত্রী করুণা ক্ষেম
কোথা নদীয়ার পরাণ গোরার
পাগল করা সে প্রেম
স্বরগের শিশু কোথা সে যীশুর
ক্ষমা সুন্দর হাস

আরবের রবি কোথা শেষ নবী
কোথা সে সাম্য ভাষ ?

আজি এ ধরায় মানুষ বলিয়া
পরিচয় দেয় যারা
এদের মাঝারে ব'হে চলেছে কি
সে মহা মানব ধারা ?

গীতা বাইবেল বেদ ও কোরাণ
উপনিষদের বাণী
শত যুগ ধরে হায়রে মানুষে
এ কোথা এনেছে টানি।

শুনহে মানুষ ভাই
মানুষেরে আজ কসা'য়ের সাজে
ছোরা হাতে দেখা পাই
ধর্ম্মেরে এরা জবাই করিছে
নীতিরে দিতেছে বলি
মত্ত হাতীর মতন ইহারা
মানবতা যায় দলি
মাতার কোলেতে শিশুরে কাটিয়া
পিশাচের উল্লাসে
তাজা সে শোণিত ললাটে লেপিয়া
অট্ট অট্ট হাসে।

ভগ্নীরে ধরি ধর্ষিছে ছি ছি
বর্ষিছে বিষবাণ
ভাইএর ঘরেতে আগুন লাগায়ে
বধিছে তাহার প্রাণ
বিজ্ঞান শাণে জ্ঞানের খড়্গ
শাণিত করিয়া সবে
মাতালের মত মাতিয়া উঠিছে
মরণ মহোৎসবে
আজি মানুষের প্রলয়ঙ্করী
বুদ্ধির অহঙ্কার
প্রলয় আগুন জ্বালায়ে করিছে
সৃষ্টিরে ছারখার

বিক্ষোভময়ী ধরা
রূপে, রসে, আর বর্ণে গন্ধে
আছিল যা মনোহরা
আজিকে মানুষ শোণিতের দাগে
বিদারণ রেখা টানি
ক্ষতে ক্ষতে তার ভরিয়া তুলেছে
শোভন অঙ্গখানি।

স্বার্থে স্বার্থে শ্রেণীতে শ্রেণীতে
বাধাইয়া সংঘাত

গড়িয়া তুলিছে ভেদের প্রাচীর
ভাইয়ে ভাইয়ে দিনরাত।
কুটীল কপটী মন
সত্যের বুকে বিভেদের বান
হানিতেছে অনুখন।
অসীমে বাঁধিয়া সীমার নিগড়ে
সংজ্ঞার নাগ পাশে
মিছা পরিচয়ে মানুষ ঝুলিছে
ছলনার মায়া ফাঁসে।
শুন হে মানুষ ভাই
মানুষের সাথে তুলনা করিব
কিছু না খুঁজিয়া পাই।

মারী ভয় হ'তে ভয়াল মানুষ
হত্যার চেয়েও ক্রুর
শমন হ'তেও ভীষণ করাল
নিকরুণ নিষ্ঠুর
শুভের হৃদয়ে ছুরি বসাইতে
কল্যাণে দিতে ঘাত
সত্য ও শিবের গলাটি কাটিতে
কাঁপে না এদের হাত।
বিধির সাধের সৃষ্টির মাঝে
আজি এরা অভিশাপ

জীব জগতের বিষ বীভৎস
কীট এরা মহাপাপ।
ধরাতে মানব নির্ভয়ে ফেরে
দানবের রূপ ধরি
মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে
লাজে অপমানে মরি।
মানুষ পূজারী কবির কণ্ঠে
বেজেছিল যেই গান
'সবার উপরে মানুষ সত্য'
আজি তার অবসান—

শুনহে মানুষ ভাই
আমরা কবির গভীর গানের
মর্য্যাদা রাখি নাই।
'মানুষ' নামের ঋণ
মানুষের পাপে ভুঞ্জিত তাপে
বাড়িতেছে দিন দিন
মানবতা হীন মানুষ করিছে
সত্যের অপমান
মানুষের বুকে কাঁদিয়া মরিছে
মানুষের ভগবান।

থামাও বাঁশরী

থামাও বাঁশরী খানি—বন্ধ কর তান
হেথা কেহ শুনিবে না
তোমার এ গান।

বস্তুর জঞ্জাল পুঞ্জে
ভারাক্রান্ত লুব্ধ প্রাণগুলি
স্কন্ধেতে স্বার্থের বোঝা
চক্ষে বাঁধা ঠুলি
কর্ণ ভরা সুবর্ণ টঙ্কার
হেথা তব বাঁশরী ঝঙ্কার
কেহ না শুনিতে চায়
নেত্র মুদি কর্ণ রুধি বধিরের প্রায়
সবাই দাঁড়ায়ে আছে পিছন ফিরিয়া
ছুটি বেলা তোমারে ঘিরিয়া
জমিছে ভ্রূকুটি তিক্ত
ক্ষুব্ধ অভিমান
তাই বলি নামাও বাঁশরী
থামাও এ—গান।

লালসার কোলাহল
স-নিনাদে উচ্চ কণ্ঠ তুলি
ব্যথিয়া তুলিছে সদা

ভারাতুর ধরণীর ধূলি
অণুক্ষণ লোভের হুঙ্কার
নিরন্ধ্র শব্দের জালে
ঢাকিয়া রেখেছে চারিধার।

হেথা নাহি স্থান
থামাও এ বাঁশরীর
সকরুণ সুকোমল তান।

তার চেয়ে চল যাই
সাগরের তীরে
গহন অরণ্য তলে
নিরজন পাতার কুটীরে
নিবিড় নিরালা ঘেরা আনন্দের মাঝে
যেথা রাজে
পরম গাম্ভীর্য্য,—বুকে নিস্তব্ধ শান্তির
শব্দহীন পরমা কান্তির
নীরব সে অবদান,
যেথা সুমহান
মৃত্যুহীন অসীমতা
উদার উন্মুক্ত বায়ু,
অখণ্ড কালের পরমায়ু
সময়ের গণ্ডী টানি
ক্ষুদ্র, খণ্ড করে নাই কেহ

যেথা দেহ
দেহাতীত ধন লাগি রয়েছে উন্মুখ
ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু তন্ত্রে বস্তুবাহী সুখ
যেথা নাহি সঞ্চরে উল্লাস
বাসনার বিষাক্ত নিশ্বাস
যেথায় করেনি দুষ্ট
পুষ্প গন্ধ পুষ্ট সমীরণ
যেথা অনুক্ষণ
সর্ব্ব বাধা পরিমুক্ত মন
ত্যাগের মাধুরী মাখা সর্ব্ব অভিলাষ
বন্ধন বিমুক্ত বেগে
আপনারে করিছে প্রকাশ
শুভ্র শতদল সম
সেথা সেই মুক্ত নিরুপম
গগন প্রাঙ্গণ তলে
লহ লহ তুলি—
বাঁশরী অধর পুটে—
পরশিয়া চম্পক অঙ্গুলি
বাজাও অপূর্ব্ব তান
গভীর আবেগ দোলে হোক্ কম্পমান
আনন্দ স্পন্দনে মুগ্ধ
কানন প্রান্তর
সীমার বন্ধন হীন মুক্ত নীলাম্বর।

সেই গানগুলি—
ক্ষুদ্র তরণীর মত রাগিনীর শুভ্র পাল তুলি
আনন্দে ভাসিয়া যাক্
কালের তরঙ্গ বক্ষে বাহিয়া বাহিয়া
পূরবী ভৈরবী তান
গাহিয়া গাহিয়া।
পিছনে পড়িয়া থাক
ধরণীর তুচ্ছ কোলাহল
পিছনে সরিয়া যাক্
কর্ম্ম অন্ধ পাগলের দল।

ফিরে আয়

খেলার বাঁশী থামিয়ে দিয়ে
এবার রে তুই ফিরে আয়
নব নীপের শীতল তলে
বেতস লতার কুঞ্জ ছায়ায়
ফিরে আয়—ফিরে আয়।
ডাকছে তোরে গোঠের ধেনু
রাখাল বাজায় ফেরার বেণু
গোধূলির সেই ধূলির রেণু
হাত ছানি দে—ডাক দিয়ে যায়
ফিরে আয়—ফিরে আয়।

ইন্দ্র ধনুর রঙে মাখা
ময়ূরী মেলেছে পাখা
গোধূলি আলোকে ঢাক।
শাল পিয়ালের দীঘল ছায়ায়
ফিরে আয়—ফিরে আয়।
নীল যমুনার শ্যামল কূলে
তমাল মূলে—আয়রে ফিরে
জুড়াবে তোর শ্রান্ত তনু
নিধু বনের ধীর সমীরে
কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জু ভাষী
গান শোনাবে কোকিল আসি
বাজবে নুপুর—বাজবে বাঁশী
উদাসী তোর আকুল হিয়ায়
ফিরে আয়—ফিরে আয়।

সহজ গান

আমার বীণায় সহজ সুরে—সহজ কথার গান
ওগো বন্ধু এ যে তোমার—
সহজ মনের—সহজ প্রেমের দান।
সহজ আলো বাতাস পেয়ে
যেমনি ফোটে ফুল

কচি পাতায় শ্যামলিমা
আনন্দে দোদুল
তুফান হারা নদীর জলে
সহজ সুরে যে ঢেউ চলে
সেই সুরেতে তোমার করে বাজাও সেতার খান্
এ যে তোমার সহজ হাতের আনন্দেরই দান।

জটিল ক'রে—গভীর ক'রে
যখনই গান গাই
সে গানেতে পরশ তোমার
বারেক নাহি পাই—
অবোধ শিশুর সরলতায়
আধ ফোটা মোর গানের কথায়
হালকা সুরে পুলক মাতায়
আপনি জাগে প্রাণ
ডুবিয়ে হৃদয় বয় যে তোমার
সহজ প্রেমের বান।

অপরূপ

হাজার রূপে বারে বারে—তুমি আমায় দিলে ওগো
দিলে দেখা হৃদয় ভরি
চিনি নাই তাই আজও একা
অন্ধকারে কেঁদে মরি।

ফুল হ'য়ে ফুটেছে কখন
মনের কোণে ফাগুন রাতে
ভুল হ'য়ে দিয়েছ দেখা
দুঃখের ঘন বরষাতে
কভু ওগো কাঁটার রূপে
ফুটলে হিয়ায় চুপে চুপে
স্নেহ হ'য়ে তপ্ত বুকে—কখনও বা পড়ছ ঝরি।
প্রিয় মুখের হাসি হয়ে সোহাগ ভরা কোল পেতেছ
অভিশাপের ফাঁসি হ'য়ে—মরণ দোলায় দোল দিতেছ
কখন অশ্রুজলের মালায়
কখন শুভ্র হাসির ডালায়
আড়াল দিয়ে কোন নিরালায় দাঁড়ালে গো আলো করি।
এমনি ক'রে মোর জীবনে
প্রতি নিমেষে প্রতি ক্ষণে
হাজার রূপে হে অপরূপ উঠছ ফুটে সঙ্গোপনে
আমার আশায়—আমার ভাষায়
আমার কাঁদা, আমার হাসায়
আমার দীর্ঘশ্বাস—নিরাশায়
বিরাজিছ পরাণ ভরি
আলো ছায়ায় তিমির বরণ—জীবন মরণ ধন্য করি।

অভয় মন্ত্র

প্রভু হে তোমার দক্ষিণ কর তুলিয়া
বিলাও সবারে অভয় আশীর্ব্বাদ
জড়তা মূঢ়তা ঘুচে যাক্ সব
মুছে যাক্ যত মলিন অবসাদ।

ভীরুদের কানে শোনাও তোমার অভয় মাভৈঃ মন্ত্র
দুর্ব্বল প্রাণে বাজুক হে তব বজ্র বেণুর মন্দ্র
সকল শঙ্কা সবলে টুটিয়া
ভাঙা বুকে আশা উঠুক ফুটিয়া
তোমার করুণা অমিয় লুটিয়া মিটে যাক্ মনোসাধ।

নিদ্রিত যারা জাগরিত হোক্—নব জীবনের ছন্দে
ক্ষুদ্রের বুকে রুদ্র জাগিয়া উঠুক পরমানন্দে
শৌর্য্যে বীর্য্যে হোক্ সুমহান
শক্তি সাহসে ভরে যাক্ প্রাণ
শৃঙ্খল যত হোক অবসান—দূরে যাক্ পরমাদ।

জীবনে জীবনে জাগুক তোমার
পরম মঙ্গল জ্যোতি
তোমার পরশ বিতরি—অন্তর
কর নিরমল অতি
শুভ্র সুন্দর আলোকে উজ্জ্বল
করুক ধরণী প্রেমে টলমল

দিশি দিশি ভরি ঝরুক তোমার অমৃত পরসাদ,
অভয় মন্ত্র শুনাও শ্রবণে
বিলাও আশীর্ব্বাদ।

সমর্পণ

এবারে প্রভু দয়া করে করহে অবসান—
তোমার মাঝে আমার মাঝে যেটুকু ব্যবধান।
মায়া তরুর ছায়ায় ঢেকে—মোহ ঘুমের ঘোরে
আমারে প্রভু রেখো নাকো এমনি অবশ করে
তোমায় আমায় যে টুকু বাধা
আড়াল যেটুকু রয়
দয়া করে পরশ দিয়ে
কর গো তারে ক্ষয়।
আমার দিনের কাজের ধারায়
আমার নিশার আঁখির তারায়
উজল হ'য়ে উঠুক ফুটে তোমার ছবিখান
ঘুচায়ে দিয়ে দিনের বাধা রাতের ব্যবধান
সারা জীবন কাটল ধাঁধায় আরও কত বাকি
এই তামসী যবনিকা ঘুচেও ঘুচবে নাকি
চেতন দিয়ে ধরতে গিয়ে চিৎসাগরে হ'লাম হারা
রূপের মাঝে হাজার খুঁজে হে অপরূপ পাইনা সাড়া

খুঁজে খুঁজে হার মেনেছি
বিফল খোঁজা ঠিক জেনেছি
এবার কেবল সার করেছি
চরণ দু'খান

এবার পরিপূর্ণ ক'রে
ঐ চরণে দিলাম ধরে
এ মোর তনু, এ মোর চিত—এ মোর মন প্রাণ
দয়া করে চরণ প'রে লও আমার এ দান।

ডালি

না চাহিতে তুমি মোরে দিয়াছ অনেক
সব ঘুচাইয়া শুধু—এবারে ক্ষণেক
সরাইয়া দাও মোর মোহ আবরণ
তোমা পানে চেয়ে দেখি মেলিয়া নয়ন।

ভুলি তুচ্ছ অহঙ্কার—বুদ্ধির গৌরব
বারেক হৃদয় দিয়ে করি অনুভব
তোমার অসীম প্রেম—অশ্রান্ত প্রকাশ
বিশ্ব প্রকৃতির বুকে
ও রূপের অনন্ত আভাস।

এবারে থামায়ে দাও এই কলরব
এ মুখর বীণা খানি করিয়া নীরব।

ভাসায়ে রেখ'না আর বাসনার স্রোতে
আবিলতা হ'তে তারে তুমি কোন মতে
তুমি মোরে কর পরিত্রাণ
তব পরা শান্তি মাঝে
গতি মোর হ'ক অবসান।

অসমাপ্ত কর্ম্ম মোর—অকৃতার্থ বাসনা নিচয়
অভীত স্বাতন্ত্র্যবোধ—অদীন আমার পরাজয়
অনমিত মস্তকের রুক্ষ কেশগুলি
সকলি সার্থক হো'ক
আজি তব চুমি পদধূলি।

এবার ক্ষণেক দাও
জীবনের পাত্র রিক্ত করি
মর্ত্তের মৃত্তিকা ভুলি
তোমার অমৃত মূর্ত্তি স্মরি।

তব নেত্র পুট হ'তে
করুণার স্নিগ্ধ শান্তিজল
নির্ব্বাপিত করে দিক্
নির্বারিত বাসনা অনল।

জীবন চাঞ্চল্য বেগে
ব্যথাতুর প্রসন্ন আকাশ
আজি তারে এনে দাও
বাধা হীন পূর্ণ অবকাশ।

নীরব মুহূর্ত্ত দিয়ে
রচি তব পূজা অর্ঘ্য থালি
ব্যথিত হৃদয় খানি
পদ প্রান্তে ধরে দিই ডালি।

সমাপ্ত